CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-179 ■ 30 March, 2026 ■ আগরতলা ৩০ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১৫ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংঘাতে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট তৈরি হলেও

ভারত দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করছে ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (আইএএনএস) ।। নরেন্দ্র মোদী রবিবার দেশের যুবসমাজের শক্তিকে জাতি গঠনের কাজে কাজে লাগানোর ওপর জোর দিয়ে 'মেরা যুবা ভারত' উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরলেন।

তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর ১৩২তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''ভারত বিশ্বের সবচেয়ে তরুণ দেশ। দেশের যুবশক্তিকে যদি জাতি গঠনের কাজে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তা দেশের

মন কি বাত

অগ্রগতিতে বিরাট সহায়ক হবে।''

তিনি আরও বলেন, 'মেরা যুবা ভারত' বা 'মাই ভারত সংগঠন' দেশের যুবকদের বিভিন্ন ইতিবাচক ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করছে এবং তাদের সম্ভাবনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি এই উদ্যোগের আওতায় 'বাজেট কোয়েস্ট' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে যুবকদের কেন্দ্রীয় বাজেট ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই কর্মসূচিতে প্রায় ১২ লক্ষ তরুণ অংশগ্রহণ করে এবং তার মধ্যে প্রায় ১.৬ লক্ষকে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করা হয়।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেকগুলি পড়ার সুযোগ হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এতে দেশের যুবসমাজের উন্নয়নমুখী চিন্তাভাবনা ও অংশগ্রহণের আগ্রহ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে তিনি তেলেঙ্গানার সূর্যাপেটের কোটলা রঘুবীর রেড্ডি, উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কির সৌরভ বৈসওয়ার এবং বিহারের গোপালগঞ্জের সুমিত কুমারের কথা উল্লেখ করেন, যারা কৃষক কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া পঞ্জাবের মোহালির আঞ্চল, ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়ার ওম প্রকাশ রথ নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন নিয়ে মতামত দিয়েছেন। হরিয়ানার যমুনানগরের প্রথম বারার সবুজ ও পরিচ্ছন্ন ভারতের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, আর দিল্লির শঙ্খ গুপ্ত গ্রামীণ এলাকায় ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করার ওপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের তরুণ বন্ধুরা দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসা সহজীকরণসহ বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় নির্বাচনী উত্তেজনা, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার গাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ মার্চ ।। স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে ঘিরে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা। রবিবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন মানিক বাজার এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। সেখানে তিপ্রা মথার দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা-কর্মীদের উপর হামলা এবং গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বিজেপি কর্মী-সমর্থককে আটকে রাখে তিপ্রা মথার সমর্থকরা। এই খবর পেয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিজেপি প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া এবং ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাসসহ দলীয় কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন।

সেই সময় পরিস্থিতি আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, মন্ত্রীর গাড়িকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। হামলায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার গাড়িসহ একাধিক গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন কর্মী আহত হন।

আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার পর মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা দুঃখজনক। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানাই, সবাই যেন শান্তি বজায় রাখেন। তিনি আরও দাবি করেন, এই ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নির্বাচনী ফলাফল প্রভাবিত করা যাবে না এবং বিজেপির অগ্রযাত্রা রোখা সম্ভব নয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

জল জীবন মিশনে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ ।। মন কি বাত কার্যক্রমে সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান ধরে রেখেছে ত্রিপুরা। আজকের কার্যক্রমে উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে ভাংমুনে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার বিষয় উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। এর পাশাপাশি আগামী কিছুদিনের মধ্যে জল জীবন মিশনে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জন করবে ত্রিপুরা। আজ যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানের ১৩২তম পর্ব শ্রবণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আগরতলা সংলগ্ন বড়জলায় এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

এই কার্যক্রমে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ আমরা সবাই একত্রিত হয়ে বড়জলার ২২নং বুথে কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে আয়োজিত কার্যক্রমে যোগদান করি। আজ মন কি বাত কার্যক্রমে দুটি ক্ষেত্রে লাভবান হই আমরা। আজ জম্পুই হিলের ভাঙমুনে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে যেভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেবিষয়টি উত্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সূর্যের শক্তি দিয়ে ত্রিপুরা এগিয়ে যাচ্ছে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ ।। ত্রিপুরার দুর্গম জনজাতি এলাকায় সৌর মাইক্রোগ্রিডের আলো নতুন আশা জাগাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে খোয়াই জেলার মুংগিয়াকামি আরডি ব্লকের কর্ণরাম পাড়ায়, যা আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়েছে। আজ মোহনপুর মন্ডলের ৪৫ নং বুথে অভিচরণ এলাকার সাধারণ জনগণ ও দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে বসে দেশের প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত' কার্যক্রম শ্রবণ করার পর, বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''পিএম সূর্য ঘর মুফত বিদ্যুৎ যোজনা''-এর সুবিধা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেও পৌঁছাচ্ছে। ত্রিপুরার অনেক রিয়াং জনজাতির গ্রাম আগে বিদ্যুতের সমস্যায় ভুগত। এখন সৌর মিনি-গ্রিডের মাধ্যমে তাদের বাড়ি আলোকিত হচ্ছে। শিশুদের সন্ধ্যার পরেও পড়াশোনা করতে সুবিধা হচ্ছে। মানুষ তাদের মোবাইল চার্জ করতে পারছে, আর গ্রামের সামাজিক জীবনও পরিবর্তিত হয়েছে।'' পরবর্তীতে, বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, রাজ্যের পাহাড়ি এলাকায় ৩৪৭টি গ্রামে ১২,১০৩টি পরিবার সৌর মিনি-গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুতের সুবিধা পাচ্ছে এবং এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। মন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে পাচার রুখতে বিএসএফের গুলি, আহত এক চোরাকারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ মার্চ ।। শনিবার রাত আনুমানিক ৯টা ৩০ মিনিটে বিলোনিয়া থানার অধীন নলুয়া এলাকায় সীমান্তে পাচার রুখতে গুলি চালায় বিএসএফ। ঘটনায় সুব্রত রায় (৩২) নামে এক ভারতীয় চোরাকারবারি আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, নলুয়া সিএইচসি-র নিকটবর্তী বাড়ির বাসিন্দা সুব্রত রায় তার আরও তিন সঙ্গীকে নিয়ে নলুয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে চকলেট ও বিস্কুট পাচারের চেষ্টা করছিল। ঘটনাটি ১২১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর নলুয়া বিওপি-র আওতাধীন এলাকায় ঘটে।

বিএসএফ সূত্রে খবর, পাচারকারীরা সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে কর্তব্যরত জওয়ান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লক্ষ্যভেদ না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্নান করতে গিয়ে বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৯ মার্চ ।। নিজ বাড়ির পুকুরে স্নান করতে নেমে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর ছয়ধোন লাইন ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। মৃতের নাম বাপন নায়েক (৪৫)। জানা যায়, বাপন নায়েক কদমতলা বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনের অধীনে রানিবাড়ী এলাকায় অবস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরের কল সেন্টারে লাইনম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শনিবার বিকেল আনুমানিক সাড়ে চারটা নাগাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগর মহকুমা হাসপাতাল

রোগীকে সেলাইন দিচ্ছে সিকিউরিটি গার্ড !

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৯ মার্চ ।। পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সামনে এসেছে, যেখানে এক সিকিউরিটি গার্ডকে রোগীর শরীরে সেলাইন দিতে দেখা গেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রোগী ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপস্থিতিতে বা ঘাটতির কারণে বাধ্য হয়েই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। সিকিউরিটি গার্ডের মতো অ-চিকিৎসাকর্মীর হাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ তুলে দেওয়া নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন।

রোগীদের একাংশের অভিযোগ, প্রাথমিক ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। ফলে অনেক সময় রোগীরা সঠিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এই ঘটনার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান ও পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

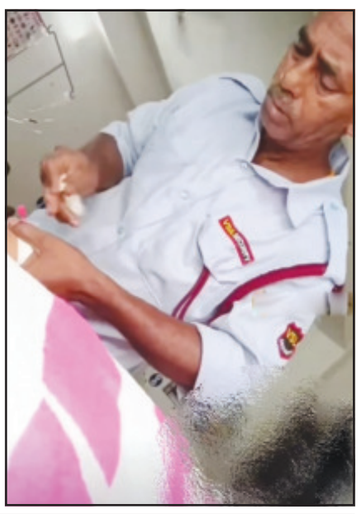

লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ হবে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ, ভাবছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ।। বিধানসভা ও সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করতে কেন্দ্র একটি নতুন ফর্মুলা তৈরি করেছে।

প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে কোন কোন আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, লটারিতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা তোলা হবে। যদি জোড় সংখ্যা উঠে, তাহলে সব জোড় নম্বরের আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

অন্যদিকে, বিজোড় সংখ্যা উঠলে সব বিজোড় নম্বরের আসন সংরক্ষিত হিসেবে চিহ্নিত হবে।

সূত্রের খবর, আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সমতা বজায় রাখতে এই পদ্ধতি বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে পর্যালোচনা চলছে।

উল্লেখ্য, সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং নীতি কার্যকর হলে তা নিয়মাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য, যুবকের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ মার্চ ।। সামাজিক মাধ্যমে মালাকার সমাজকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ধর্মনগর মহকুমায়। অভিযুক্ত যুবক শ্রীবাস দেব (৩৩)-এর বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেছে 'উত্তরাঞ্চল মালাকার সমাজ'। অভিযোগ অনুযায়ী, গত শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে বেঙ্গালুরু থেকে লাইভে এসে শ্রীবাস দেব মালাকার সমাজ ও জাতিকে নিয়ে আপত্তিকর এবং কুমন্তব্য করেন। অভিযুক্তের বাড়ি কদমতলা থানার অন্তর্গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জঙ্গল থেকে উদ্ধার শিশুর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ ।। মধুপুর থানার অন্তর্গত কেনানিয়া গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে থেকে এক সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি শনিবার সন্ধ্যায় কেনানিয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকাবাসীরা জঙ্গলের ভিতরে গাছের লতাপাতায় ঝুলন্ত অবস্থায় একটি ব্যাগ দেখতে পান। সন্দেহ হওয়ায় কাছে গিয়ে দেখেন, ব্যাগের ভিতরে একটি সদ্যজাত শিশুর দেহ রয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মধুপুর থানার পুলিশ। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে, শিশুটিকে জন্মের পরই ফেলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের ধারণা, এটি অবৈধ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু জানাতে নারাজ তদন্তকারীরা। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মধুপুর হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় কোনও মহিলা বা কুমারীর সঙ্গে এই ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে প্রচারে

সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার বিধায়ক সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ মার্চ ।। আসন্ন ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে টানা তৃতীয় দিনের মতো প্রচারে নামলেন দলের হেভিওয়েট নেতা ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

রবিবার দুর্গাপুর এলাকার ৪৮ নম্বর বুথকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। সুদীপ রায় বর্মন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এদিন তিনি ভোটারদের হাতে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি সংবলিত লিফলেট তুলে দেন এবং বর্তমান সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সরব হন।

প্রচার চলাকালীন তিনি বলেন, ধর্মনগরের সার্বিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং বেকার সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যকে জয়ী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, এলাকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা শুনে তিনি আশ্বাস দেন যে, কংগ্রেস অতীতের মতো ভবিষ্যতেও সাধারণ মানুষের পাশে থাকবে।

দলীয় লিফলেটে উল্লেখিত প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে রয়েছে নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন, মহিলাদের অধিকার রক্ষা ও নারী শক্তির বিকাশ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়িতে পকেটমারের দৌরাত্ম্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ মার্চ ।। পবিত্র তীর্থভূমি মাতাবাড়ি মন্দির চত্বরে ফের পকেটমারদের দৌরাত্ম্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ভক্তদের মধ্যে। অভিযোগ, এক শ্রেণীর প্রতারক ও ছিনতাইকারী নিয়মিতভাবে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে আগত দর্শনার্থীদের পকেট কেটে সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে। অথচ পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এ ধরনের ঘটনা রোধ করা যাচ্ছে না বলে দাবি উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মন্দির চত্বরে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন না করে তাদের ব্যারাকেই বসিয়ে রাখা হচ্ছে। এর ফলে পকেটমাররা সহজেই সক্রিয় হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ। যদিও এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে তাতে স্পষ্টভাবে অপরাধীদের শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে মন্দিরে পুরোহিতদের বসার স্থান নিয়েও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, পুরোহিতদের নাটমন্দিরের তৃতীয় বা চতুর্থ দরজায় বসে ভক্তদের আশীর্বাদের ফুল ও বেলপাতা বিতরণ করার কথা থাকলেও, অভিযোগ তারা সেই নির্দেশ অমান্য করে প্রথম দরজাতেই বসছেন। ফলে ওই এলাকায় অতিরিক্ত ভিড় জমছে এবং সেই সুযোগেই পকেটমাররা সক্রিয় হচ্ছে।

রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ এমনই এক ঘটনার শিকার হন উদয়পুরের রমেশ চৌমুহনী এলাকার ৬৫ বছর বয়সী মোনালিসা মজুমদার। ভিড়ের মধ্যে তার ব্যাগ থেকে প্রায় ১৫০০ টাকা ছিনতাই করা হয়। ঘটনায় মন্দির চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, তীব্র গরমে ভক্তদের দুর্ভোগও চরমে উঠেছে। মন্দির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় রাস্তার বেহাল দশা

চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৯ মার্চ ।। কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের কদমতলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত বড়গুল গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা।

অবশেষে প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামবাসীরাই উদ্যোগী হয়ে চাঁদা তুলে জেসিবি ভাড়া করে নিজেরাই রাস্তা সংস্কারের কাজে নেমে পড়েন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট ওই ওয়ার্ড থেকেই বড়গুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ নাথ নির্বাচিত হয়েছেন।

পাশাপাশি কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথের বাড়িও ওই ওয়ার্ড থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত।

তবুও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কারে কোনও সরকারি উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীদের একাংশের দাবি, ওয়ার্ডের অধিকাংশ বাসিন্দা নমঃ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণেই নাকি এই অবহেলা করা হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে এখনও প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

30-03-2026, 01:17

জাগরণ
আগরতলা,৩০ মার্চ, ২০২৬ ইং
১৫ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

লেবাননে চার লক্ষ শিশুর ভবিষ্যৎ বিপন্ন

লেবাননের বর্তমান পরিস্থিতি সত্যিই অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং হৃদয়বিদারক। যুদ্ধের এই ভয়াবহ তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে নিষ্পাপ শিশুরা। ৪ লক্ষ শিশুর ঘরছাড়া হওয়ার বিষয়টি কেবল একটি সংখ্যা নয়, বরং ৪ লক্ষটি নষ্ট হতে বসা ভবিষ্যৎ এবং ৪ লক্ষটি পরিবারের আর্তনাদ।ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালানোর ফলে শিশুদের পড়াশোনা পুরোপুরি বন্ধ হইয়া গেছে। অনেক স্কুল এখন আশ্রয়শিবিরে পরিণত হইয়াছে, ফলে শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির।বোমাবর্ষণ এবং প্রিয়জন হারানোর আতঙ্ক শিশুদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন, এই শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী ''পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার'' -এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িতেছে। আশ্রয়শিবিরগুলোতে পর্যাপ্ত খাবার, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দিয়াছে। ৪ লক্ষ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এখন এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।যুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় অনেক শিশু তাহাদের বাবা-মা বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, যাহা তাহাদের আরও বেশি নিরাপত্তাহীনতার মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন রাজনীতির মারপ্যাঁচে প্রাণ হারায় সাধারণ মানুষ, আর শৈশব হারায় শিশুরা। আন্তর্জাতিক মহলে যুদ্ধবিরতির দাবি উঠিলেও বাস্তব চিত্র এখনো অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশ্বজুড়িয়া বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা বর্তমানে লেবাননের এই শিশুদের জন্য জরুরি সহায়তার আবেদন জানাইয়াছে।একটি যুদ্ধের সবচেয়ে বড় পরাজয় হইলো একটি শিশুর চোখের জল এবং তাহার হারানো শৈশব।

হেজবোল্লার বিরুদ্ধে ইজরায়েলি সেনার নাগাড়ে বিমান হামলা ও ক্ষেপণাস্ত্র অভিযানের জেরে লেবাননে অন্তত ৩ লক্ষ ৭০ হাজার শিশু ঘরহারা। এমনটাই জানাইয়াছে রাষ্ট্রসংঘের শিশু বিষয়ক শাখা ইউনিসেফ। বিষয়টি নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করা
হইয়াছে তাহাদের সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্টে।

লেবাননে ইউনিসেফের প্রতিনিধি মার্কোলুইগি করসি এই রিপোর্টের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন, "চলতি মার্চ মাসেই ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় অন্তত ১২১ শিশুর প্রাণ গিয়াছে এবং ৩৯৯ শিশু জখম। ঘরছাড়া অন্তত ৩ লক্ষ ৭০ হাজার শিশু। সংঘাতের কারণে শিশুমনের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা-ও অত্যন্ত উদ্বেগজনক।" ইউনিসেফের রিপোর্ট জানাইয়াছে, ইজরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবোল্লার বিরুদ্ধে গ্রাউন্ড অপারেশন শুরুর কারণে সেখানকার সাধারণ নাগরিকদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এর ফলে দেশটির প্রায় ১৪ শতাংশ বাসিন্দারা সংকটে পড়িয়াছেন। এতে অসংখ্য পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইতেছে। এই পরিস্থিতিতে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির শিশুদের অধিকাংশই অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল কিংবা উন্মুক্ত স্থানে তাঁবুতে রহিয়াছে। তাহাতে তাহাদের খাদ্য, বিশুদ্ধ জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া জানানো
হইয়াছে। উল্লেখ্য, লেবাননের রাজধানী বেইরুট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা শুরু করিয়াছে তেল আভিভ। এর জেরে এখনও পর্যন্ত অন্তত আট লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া হইয়াছেন। সেখানে মোতায়েন রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা নিয়াও সংশয় দেখা গিয়াছে। বহু দেশ ইজরায়েলের কাছে এই হামলা বন্ধে আর্জি জানাইলেও তাহাতে কান দেয়নি তেল আভিভ।

এডিসি ভোটে জোর প্রচার তিপ্রা মথার, ২০২৮-কে লক্ষ্য করে মাঠে রুনিয়েল দেববর্মা

আগরতলা, ২৯ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে তিপ্রা মথা দল। একই সঙ্গে ২০২৮ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখেই এখন থেকেই সংগঠনকে শক্তিশালী করার কৌশল নিচ্ছে দলটি।

রবিবার ১৪ বোধজংনগর—ওয়াকিনগর কেন্দ্রের তিপ্রা মথা মনোনীত প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা সিপাহী পাড়া ও টিংটাং এলাকায় ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালান। প্রচারের সময় তিনি আগামী ১২ এপ্রিল আনারস প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান ভোটারদের কাছে।

এই প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা, লেফুঙ্গা এলাকার দলীয় সভাপতি দীপক দেববর্মা, যুব সংগঠনের ব্লক সভাপতি প্রশান্ত দেববর্মা, নারী সংগঠনের নেত্রী সাগরিকা দেববর্মা সহ বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক।

প্রচারের ফাঁকে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রুনিয়েল দেববর্মা বলেন, এলাকায় সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া মিলছে এবং সবাই পরিবর্তনের পক্ষে মত দিচ্ছেন। তাঁর দাবি, তিপ্রাসা জনগণের অধিকার আদায় এবং তিপ্রাসা একর্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিপ্রা মথা এই নির্বাচনে লড়াই করছে। তিনি আরও বলেন, আগামী এডিসি নির্বাচনে আনারস প্রতীকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে পরিষদ গঠনই আমাদের লক্ষ্য। একই সঙ্গে ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে ওঠার প্রস্তুতিও এখন থেকেই শুরু হয়েছে।

এদিকে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই পাহাড়ি এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন দল নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে, যার ফলে জনমত কোনদিকে যায়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

পদ্মবিলের বীরাঙ্গনা শহীদদের স্মরণে শহীদান দিবস পালন, সিপিআইএম-র শ্রদ্ধাঞ্জলি

আগরতলা, ২৯ মার্চ: ১৯৪৯ সালের এই দিনে তৎকালীন ত্রিপুরার পদ্মবিল এলাকায় আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন তিন বীরাঙ্গনাকুমারী দেববর্মা, মধুতী দেববর্মা এবং রূপশ্রী দেববর্মা। তাঁদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদান দিবস পালন করা হয়।

এদিন সিপিআইএম-এর সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শহীদবেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানান দলের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য সভাপতি নরেশ জমাতিয়া সহ সিপিআইএম-এর অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেশ জমাতিয়া ১৯৪৯ সালের পদ্মবিল আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তৎকালীন সময়ে আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে এই তিন বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগ ত্রিপুরার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁদের সংগ্রাম আজও সমাজের ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে প্রেরণা জোগায়।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই শহীদদের আদর্শকে সামনে রেখে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার নেওয়া উচিত। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলে শহীদদের স্মৃতির প্রতি নীরবতা পালন করেন এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

অজানা পাহাড়ি জনগোষ্ঠি থেকে যেভাবে মহাশক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছিল পারস্য সাম্রাজ্য

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, পারসিস অঞ্চলের পার্সিয়ানরা ছিল এক অজানা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীইরান মালভূমির দক্ষিণ- পশ্চিমে অবস্থিত।

কিন্তু তাদের মধ্যে এক অসাধারণ নেতা আবির্ভূত হন এবং মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে দখলদারি শুরু করেন। প্রাচীন রাজ্যগুলো জয় করেন, বিখ্যাত শহরগুলো লুট করেন এবং এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যা তখন পর্যন্ত বিশ্বে সর্ববৃহৎ ছিল।

এই সাম্রাজ্য বিশ্বের জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশের ওপর রাজত্ব করত। পশ্চিমে বলকান ও মিশর থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজবংশের শাসকেরা হতেন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তাদের সম্পদ এত বেশি ছিল যে সেগুলো সীমাহীন বলেই মনে হতো। তাদের বিজয়ের গতি ও ব্যাপ্তি ছিল এতটাই বিস্ময়কর ছিল যে তারা অপরাজেয় হিসেবে পরিচিতি পায়। এই গল্পের শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ সালে, যখন সাইরাস দ্য গ্রেটের আবির্ভাব হয়েছিলপ্রাচীন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আর এই গল্পের শেষ হয় ২৩০ বছর পরে, ম্যাসিডোনিয়ার নেতা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের হাত ধরে। যেমনটা প্রায়ই ঘটে, এই কাহিনীতেও বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কল্পনাও। তবে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সাইরাসের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ছিল পার্শ্ববর্তী মিডস রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করা। তিনি তার রাজত্ব বিস্তৃত করেন ইরান মালভূমি ও মেসোপটেমিয়ার বিশাল অংশজুড়ে। এরপর তিনি আক্রমণ করেন এশিয়া মাইনর যা আনাতোলিয়া নামেও পরিচিত ছিল। সেই এলাকার শক্তিশালী লিডিয়া রাজ্যকে এবং এর রাজধানী সারডিস জয় করেন। এভাবে তিনি আয়োনীয় উপকূলের অন্যান্য শহরগুলোর পথ খুলে দেন।

কিন্তু তার সবচেয়ে বড় জয় ছিল নিও-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান, যার মাধ্যমেই তিনি সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত ও সম্পদে ভরপুর ব্যাবিলন শহরে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে তিনি শহরটি দখল করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ইতিহাসের প্রথম রাজনৈতিক প্রচারণার একটি নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন, সেখান থেকেই এই তথ্য পাওয়া যায়। এটি "সাইরাস সিলিন্ডার" নামে পরিচিতএকটি মাটির সিলিন্ডারে অতি সূক্ষ্ম কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা আছে কীভাবে 'বিশ্বের রাজা' বিজয়ী হয়েছেনসহিংসতা দিয়ে নয়, সহনশীলতার মাধ্যমে।

একটি জাতির মুক্তি ঘোষণা- সাইরাসের আদেশেই সিলিন্ডারটি ব্যাবিলন শহরের প্রাচীরের ভিত্তির নিচে মাটি চাপা দেওয়া হয়, যা ছিল ঐ অঞ্চলের একটি ঐতিহ্য যার মাধ্যমে বলা হতো "যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ হয় এবং শাসকের শৌর্য ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ থাকে"। সেখানে বলা হয়, পূর্ববর্তী রাজা নাবোনিদাস ব্যাবিলনীয় দেবতাদের পূজায় বিকৃতি এনেছিলেন, বিশেষ করে ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা মারদুকের এবং তিনি জনগণের ওপর জোরপূর্বক শ্রম চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য জনগণ ঈশ্বরদের কাছে অভিযোগ করে। তখন মারদুক একজন নায়কের খোজ করেন যিনি পুরোনো রীতিনীতি ফিরিয়ে আনবেন। এভাবেই বলা হয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বর্ণনায়, যেখানে সিলিন্ডারটি সংরক্ষিত আছে। দেবতারা সাইরাসকে নির্বাচিত করেন, তাকে 'বিশ্বের রাজা' ঘোষণা করে ব্যাবিলন আক্রমণের নির্দেশ দেন। শহরের মানুষ আনন্দের সঙ্গে সাইরাসের রাজত্ব মেনে নেয়। এরপর বর্ণনা পাল্টে যায়, এবং সাইরাস নিজেই বলেন: আমি সাইরাস, বিশ্বের রাজা, মহারাজা, শক্তিশালী রাজা, ব্যাবিলনের রাজা, সুমের ও আক্কাদের রাজা, পৃথিবীর চার কোনার রাজা... 'আমার বিশাল বাহিনী শান্তিতে ব্যাবিলনে প্রবেশ করে। আমি কাউকে জনগণকে ভয় দেখাতে দিইনি। আমি ব্যাবিলন ও এর পবিত্র স্থানগুলোর মঙ্গল কামনা করেছি।' সাইরাসকে দেখানো হয়েছে মারদুকের উপাসক হিসেবে, যিনি শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তিনি কেবল ধর্মীয় ঐতিহ্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেননি, বরং যারা নির্বাসিত হয়েছিল, তাদেরকে নিজ নিজ বসতিতে ফিরে যাওয়ার অনুমতিও দেন। 'ব্যাবিলনের সমস্ত মানুষ আমার রাজত্বকে শুভকামনা জানিয়েছে এবং আমি নিশ্চিত করেছি যে সব দেশ শান্তিতে বসবাস করে।' এই বার্তা সিলিন্ডারের পাশাপাশি মাটির ফলকে লিখেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা সম্ভবত জনসমক্ষে পাঠ করা হতো। পারস্যের সেই প্রাচীন ইতিহাসে সাইরাসকে এক মহৎ, উদার শাসকের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সাইরাসের সিলিন্ডার সেই ভাবমূর্তিই গড়ে তোলে, যা বহু প্রজন্ম ধরে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে সম্মানের সাথে তুলে ধরেছে। গ্রিক ঐতিহাসিক জেনোফন তার 'সাইরোপেডিয়া' গ্রন্থে সাইরাসকে আদর্শ নেতা হিসেবে তুলে ধরেন এবং বাইবেলের প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে যে, তিনি ইহুদিদের ব্যাবিলনীয় বন্দিত্বের অবসান ঘটিয়ে তাদের জেরুজালেমে ফেরার অনুমতি দেন। এভাবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, তিনি হয়ে ওঠেন প্রাচীন বিশ্বের এক মহান শাসকের প্রতীকসহনশীল, উদার, সাহসী এবং দূরদর্শী। এমনকি আধুনিক সময়েও সাইরাস সিলিন্ডারকে বলা হয়েছে মানবাধিকারের প্রথম ঘোষণা, কারণ এটি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহনশীলতার বার্তা দেয় বলে মনে করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই ধারণাগুলো বর্তমান অর্থে প্রয়োগ হতো না। সে সময়কার সমাজ ছিল বহু- ঈশ্বরবাদী এবং বিজয়ীরা সাধারণত স্থানীয় দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে চলতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মাতিন আরঘানদেহপুর বিবিসিকে বলেন, 'প্রাচীন যুগে ধর্ম, বর্তমান সময়ের ধর্মের মতো ছিল না।' 'ব্যাবিলনে অনেকে মারদুককে উপাসনা করতেন, তবে একইসঙ্গে অন্য দেবতাদেরও করতেন। তাই, ধর্মীয় স্বাধীনতা? হ্যাঁ, সাইরাস কাউকে জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করতে বলেননি। তবে এমনটা তখন খুব একটা ঘটতও না।' 'আমি, রাজা সাইরাস, একজন আখিমেনীড' সাইরাসের শেষ জীবন সম্পর্কে বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অভিযান চালাতে গিয়ে মারা যান। হেরোডোটাস জানান, তিনি এক যাযাবর জনগোষ্ঠী জয় করতে গিয়ে মারা যান বলে প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়, সেখানকার রানির সন্তানরা সাইরাসকে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই রানি সাইরাসের মাথা সংরক্ষণ করেন। তবে হেরোডোটাস বলেন, এটি কেবল একটি প্রচলিত গল্প। সাইরাসের সমাধি ছিল পাসারগাদেতেযেখানে তিনি তার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তার সমাধি ছিল এক বিশাল প্রাচীরঘেরা বাগানের মধ্যে, যেখানে সবুজ গাছপালা ও প্রবাহমান জলধারা ছিল। আজ সেখানে শুধু একটি সাধারণ সমাধিই রয়ে গেছে, যা খুবই সাদামাটা। তবে এই সমাধি ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং পারস্য জাতিসত্তার পরিচয়ের প্রতীক। একটি শিলালিপিতে লেখা: 'আমি, রাজা সাইরাস, একজন আখিমেনীড' যা ঘোষণা দেয় যে, এই বিশাল সাম্রাজ্য ছিল আখিমেনীয় রাজবংশের অধীনে। আরেকজন মহামানব সাইরাস দ্য গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিলেন এবং তার পরবর্তী দুই উত্তরসূরি এটিকে আরও বিস্তৃত করেন। তবে যিনি এই সাম্রাজ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন দারায়ুস প্রথম, যিনি দারায়ুস দ্য গ্রেট নামে খ্যাত। সাইরাসের পুত্র বারদিয়ার কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেণ। তিনি শাসনে আসেন এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং এরপর সাম্রাজ্যজুড়ে একের পর এক বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন। মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি বিদ্রোহী নেতাদের পরাজিত, বন্দি ও মৃত্যুদণ্ড দেন। পরবর্তী ৩৬ বছরের শাসনকালে আর কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস করেনি। তবে তার খ্যাতি কেবল সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না। দারায়ুস প্রকৃতপক্ষেই সাম্রাজ্যটিকে সুসংগঠিত করেন। তিনি ডাকব্যবস্থা চালু করেন, মাপ-জোখ এবং মুদ্রা ব্যবস্থার মান নির্ধারণ করেন। এত বিশাল এক সাম্রাজ্য পরিচালনার নানান প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় তিনি গোটা এলাকা ভাগ করেন প্রশাসনিক প্রদেশে, যাকে বলা হতো "সাত্রাপি"; সেখানে কর আরোপ করেন। সবচেয়ে উচু প্রশাসনিক পদগুলোতে তিনি নিযুক্ত করেন পারস্যের উচ্চবর্গীয় অভিজাতদের মধ্য থেকে নির্বাচিত লোকদের। তিনি গোটা সাম্রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন রকম নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেনযেমন, মিশরে নীল নদী ও লোহিত সাগরের মধ্যে একটি খাল নির্মাণ করেন। এত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল ভালো সড়ক ব্যবস্থা, যাতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। তিনি তা নিশ্চিত করেন, সড়কগুলো ছিল চমৎকার এবং দীর্ঘ যাত্রার সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছিল যাত্রা বিরতি। গবেষকরা বলেন, পারস্য সাম্রাজ্যের উন্নত অবকাঠামোই তাকে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। এই প্রশাসনিক মেধাই দারায়ুসকে "দ্য গ্রেট" উপাধিতে ভূষিত করে। আর এক অতুলনীয় কীর্তি তাকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখে, সেটি হলো সাম্রাজ্যের গৌরবময় রত্ন: পার্সেপলিস নগরের প্রতিষ্ঠা।

পার্সেপলিস - আজও পার্সেপলিসের ধ্বংসাবশেষ দেখে বোঝা যায় এই শহরের জাকজমক এবং এই সাম্রাজ্যের গৌরব। ২০ মিটার উচু স্তম্ভসহ বিশাল টেরেসগুলো, যেগুলোর মাথায় এখনও দেখা যায় পাখি, সিংহ বা ষাড়ের মূর্তি। দেয়ালে খোদাই করা অপূর্ব অলংকরণে দেখা যায় প্রজাদের প্রতিনিধি দলগুলো রাজাকে উপহার দিচ্ছে। এই প্রতিনিধি দলগুলো ২৩টি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর, যাদের মুখাবয়ব, পোশাক-পরিচ্ছদে প্রকাশ পায় তাদের ভিন্নতাদক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ থেকে শুরু করে ভারত পর্যন্ত। তারা নিয়ে এসেছে সোনা, মসলা, গয়নাগাটি, হাতির দাত, পশু, যুদ্ধের অস্ত্র। তারা প্রবেশ করত 'গেট অব অল নেশনস'-এর মধ্য দিয়েযেটি পাহারা দিতো ষাড় এবং পৌরাণিক প্রাণী লামাসু (ব্যাবিলনের ও অ্যাসিরিয়ার পৌরাণিক ষাড়-মানব), যা পারসিয়ানরাও রক্ষার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই পারস্য শিল্প ও স্থাপত্য ছিল নানান সংস্কৃতির মিশ্রণবিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধার নেওয়া রীতিনীতি ও শৈলীকে একসাথে করে গড়ে তোলা হয়েছিল এক অনন্য 'পারসীআন' পরিচিতি। পার্সেপলিস ছিল এক রাজকীয় স্থাপত্যকীর্তি। অনেকে ধরে নেন এটি দাসদের শ্রমে তৈরি, তবে প্রত্নতত্ত্বে পাওয়া প্রমাণ তা অস্বীকার করে। পার্সেপলিস দুর্গ এবং রাজভাণ্ডারের ট্যাবলেট নামে পরিচিত একটি দলিল পাওয়া গেছেমাটির তৈরি এই দলিলগুলোতে সংরক্ষিত রয়েছে তৎকালীন প্রশাসনিক তথ্য। এগুলোতে পণ্য বিনিময়, খাদ্য সরবরাহ, পশুপালন, কর্মী ও যাত্রীদের রসদ সরবরাহসবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখা হয়েছে। এতে দেখা যায়, সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চল থেকে মানুষ পার্সেপলিসে কাজ করতে আসতেন এবং তারা বেতন পেতেন। বর্তমান ইরানের, স্যুসায় পাওয়া একটি শিলালিপিতে দারায়ুস বলেন যে, সিংহাসনের কক্ষ নির্মাণে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মানুষকে নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হয়েছিল। যেমন আসিরিয়ানরা আনবে সিডার কাঠ, আফগানিস্তান থেকে আসবে ফিরোজা রঙ ও ল্যাপিস লাজুলি, ব্যাবিলনীয়রা তৈরি করবে ইট, আর মিশর থেকে আসবে সোনার কারিগর ও হাতির দাতের শিল্পী। এইভাবে, উপহার, কর ও কৌশলগত কাজের মাধ্যমে 'চার কোণের' জাতিগুলোর সম্পদ পৌছে যেত পারস্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে। পার্সেপলিস দুই শতাব্দী ধরে সমৃদ্ধ ছিল এবং পরিচিত ছিল সূর্যের নিচের সবচেয়ে ধনী নগরী হিসেবে। এটি কেবল স্থাপত্য নয়, শিল্প ও অলঙ্কারের মাধ্যমে তুলে ধরেছিল পারস্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য। সোনা-রূপায় তৈরি অসাধারণ গয়না ও অলঙ্করণ তাই প্রমাণ করে। পার্সেপলিস হয়ে ওঠে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, বিশেষ করে তাদের জন্য, যাদের পারস্য পরাজিত করতে পারেনি; যেমন গ্রিস। একজন রাজা, যার নজরে ছিল পুরো সাম্রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে দারায়ুস দ্য গ্রেট যখন গ্রিস জয় করতে যান, তার অভিযান শেষ হয় বিখ্যাত ম্যারাথন যুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী পরাজয়ের মাধ্যমে। এর চার বছর পর তিনি মারা যান এবং সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের দায়িত্ব পড়ে তার পুত্র জার্খসেস-এর ওপর। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সালে জার্খসেস এথেন্স দখল করলেও, তার বাহিনী গ্রিকদের কাছে একাধিক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়; সমুদ্রে সালামিস, ভূমিতে প্লেটাইয়া ও মাইকালে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত, জার্খসেস বুঝতে পারেন যে গ্রিস তার সাম্রাজ্যের অংশ হবে না এবং সেই আশা ছেড়ে দেন। পরবর্তী দেড় শতাব্দী ধরে পারস্য সাম্রাজ্যে চলতে থাকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহমিশর হারানো ও পুনরুদ্ধার হয়, সাইডন (বর্তমান লেবানন) বিদ্রোহ করে এবং দমন করা হয়। এই সমস্ত সংকটের মাঝেও পারস্য বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসেবেই থেকে যায়। ততদিনে, প্রাচীন ম্যাসিডোনিয়ায় এক রাজা আবির্ভূত হন, যার রাজসিংহাসনে বসার আগেই লক্ষ্য ছিল পারস্য সাম্রাজ্য জয়। সে লক্ষ্য নিয়েই তিনি বড় হয়েছেন। আর বাস্তবতাও ছিলগ্রিসের এই চিরশত্রুর সম্পদ ছাড়া তার সেনাবাহিনী রক্ষা করা এবং অভিযান চালানো সম্ভব ছিল না। তিনি ইতিহাসে পরিচিত হয়ে ওঠেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট হিসেবেমাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আখিমেনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেন তিনি। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ সালে, তিনি পারস্য আক্রমণ করেন। তিনি পার্সেপলিস লুট করেন। বলা হয়, সেখান থেকে ২০০ গাড়ি বোঝাই সোনা- রূপা নিয়ে যান। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধ্বংসযজ্ঞগুলোর মধ্যে একটিশেষ, তিনি শহরটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। কেন তিনি এমনটা করেছিলেন, তা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। ধ্বংসের কারণ ইরানিয়ান দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ আল-বিরুনি, তার গ্রন্থে 'Chronology of Ancient Nations' (খ্রিস্টাব্দ ১০০০), এর একটি কারণ উল্লেখ করেন, যা অন্যান্য সূত্রের সঙ্গেও মিলে যায়। তিনি লেখেছেন: আলেকজান্ডার পার্সেপলিস জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন পারস্যদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসেবে। কারণ, পারস্যের রাজা জার্খসেস নাকি ১৫০ বছর আগে গ্রিক শহর এথেন্সে আগুন দিয়েছিলেন। এমনকি বলা হয়, আজও কিছু জায়গায় সেই আগুনের ছাপ দেখা যায়।' অন্যরা মনে করেন, এটি ছিল আখিমেনীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘোষণার প্রতীক। আবার কেউ কেউ বলেন, আলেকজান্ডার পারস্য সংস্কৃতি ও পরিচয় মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন তাদের রাজাদের স্মৃতি বিলুপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। যদি তাই হয়, তাহলে অনেকাংশেই তিনি সফল হন। পারস্য ইতিহাসের অনেক কিছুই ইতিহাস থেকে মুছে গেছে। শতাব্দী পরে, যখন মানুষ ধ্বংসস্তূপের মাঝে হাঁটতো এবং অদ্ভুত সব প্রাণীর মূর্তি দেখতো, তারা ভাবত এখানে আখিমেনীয় রাজারা নয় বরং রাজত্ব করতেন পৌরাণিক রাজারা। দশম শতকে, পারস্যের বিখ্যাত কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী তার মহাকাব্য শাহনামা বা 'রাজাদের কাহিনি'তে এইসব পৌরাণিক গল্প স্থান দেন। তবে সেখানে সাইরাস, দারায়ুস, বা জার্খসেসতাদের কারো নাম নেই। অথচ, এই বইটি ইরানি জাতিসত্তার বোধে একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। পশ্চিমে, পারস্যের গল্প বলা হয় গ্রিক ও রোমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে। পার্সেপলিস ধ্বংস হওয়ার পর বহু বছর ধরে অজানা ছিল এর প্রকৃত পরিচয়। ১৬২০ সালের আগে পর্যন্ত কেউ জানত না ধ্বংসস্তূপটি কী ছিল।

১৮শ ও ১৯শ শতকে বহু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও গবেষক এর বিবরণ দেন। তবে ১৯২৪ সালে ইরান সরকার ড. আর্নস্ট হারৎসফেল্ড-কে এই বিশাল আখিমেনীয় প্রাসাদ চত্বরের গবেষণার দায়িত্ব দেন। তিনি ছিলেন একজন জার্মান ইরানবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। তাঁর নেতৃত্বে পার্সেপলিসের ইতিহাস আবার উন্মোচিত হতে শুরু করে। আজ, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও প্রাচীন দলিলের মাধ্যমে আমরা পারস্যদের নিজেদের কণ্ঠে তাদের ইতিহাস জানতে পারিএবং সেই ইতিহাস লেখার কাজ এখনো চলছে। এই গল্প শুরু হয়েছিল সাইরাস দ্য গ্রেট- এর মাধ্যমে এবং শেষ হয় আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট-এর মাধ্যমে। এই দুই 'দ্য গ্রেট' মধ্যে পারস্য সাম্রাজ্যের জন্ম, বিকাশ, মহিমা, এবং পতনের গল্প আজও মানুষকে বিস্মিত করে।

একাত্তরের লাল মিয়া: একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার আক্ষেপের গল্প

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সত্যিকারের জনযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ এদেশের সাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত উপন্যাসের দীর্ঘ তালিকার মধ্যে শওকত আলীর "যাত্রা", শওকত ওসমানের "জাহান্নম হইতে বিদায়", আনোয়ার পাশার "রাইফেল রোটি আওরাত" , হুমায়ুন আহমদের "জাছনা ও জননীর গল্প", সৈয়দ মুজতবা আলীর "তুলনাহীনা" আমার প্রিয়। মুক্তিযুদ্ধের সরল বয়ানে লেখা এইসব উপন্যাসের সাথে নতুন যুক্ত হলো এহসান মাহমুদের "একাত্তরের লাল মিয়া"। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটা খুবই সাদামাটা। একজন যুদ্ধজয়ী মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতার প্রায় চল্লিশ বছর পর এসে একটা সংঘটনের ব্যানারে সম্মাননা নিতে গিয়ে যে আক্ষেপ তুলে ধরেছেন তার বয়ান এই উপন্যাস। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে উদ্যম ও সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গ্রাম বাংলার কৃষক শ্রমিক মজুরেরা। লাল মিয়া এদের একজন। ঘরে পোয়াতি স্ত্রী ও দুই শিশু রেখে, তাদের ভরণপোষণের চিন্তা মাথায় না রেখে প্রশিক্ষণের জন্য ভারত চলে যান। প্রশিক্ষণ শেষে বীরত্বের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের মাঝপথে অনেকবার স্ত্রী কুলসুম, দুই সন্তান কেতাব ও তোতাবের কথা মনে পড়লেও তিনি কখনো ঘরে ফিরে যাননি। একই গ্রাম থেকে যুদ্ধে অংশ নেওয়া নুরু নিহত হওয়ার খবর গ্রামে গেলে লাল মিয়ার স্ত্রী কুলসুম কোলের বাচ্চা নিয়ে ঢাকার উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেন এই আশায় যে স্বামীকে ফিরিয়ে আনবেন। লঞ্চ থেকে ব্যবহারের পানি তুলতে গিয়ে ডুবে মারা যান তিনি। সাথে আট মাসের পেটের বাচ্চা। কেউ তার লাশের সন্ধানটুকুও পায়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অন্যতম কারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে এসেছিলেন সামর্থ্য অনুযায়ী। সবাই যুদ্ধে যাননি এ কথা ঠিক। তবে নানাভাবে বাংলাদেশের মানুষ চেষ্টা করেছিলেন মুক্তিদের সহযোগিতা করতে। একজন পত্রিকার হকার লঞ্চে মা হারা কেতাব আলীকে পেয়ে কোলেপিঠে করে বড় করেছিলেন। সেই কেতাব দীর্ঘ ত্রিশ বছর লাল মিয়াত্র কাছে ফিরে আসে। আরেক সন্তানের দায়িত্ব নেন গ্রামের একজন বয়স্ক নারী। এদের এই ত্যাগও মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ অবদান।

কিন্তু, দুঃখের বিষয় এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা সবার জন্য কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আনেনি। একাত্তরের লাল মিয়ার ভূমিকায় ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক আক্ষেপ করে বলেন শিক্ষিত শ্রেণী ধনিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হলেও সত্যিকার বিজয় বা মুক্তি আসেনি সাধারণ মানুষের জীবনে। তিনি বলেছেন, কিন্তু, নিম্নবর্গীওয় মুক্তিযোদ্ধা বা স্বাধীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নানা জৈবনিক সমস্যা তাদের তাড়িয়ে ফিরছে। ষোলোই ডিসেম্বরের বিজয় তাদের বিজয় হয়ে ওঠেনি। বিজয় রাজনীতিবিদদের, বিত্তবান ব্যবসায়ী, শিল্পপতী, এবং পেশাজীবী শিক্ষিত শ্রেণির, সামরিক, বেসামরিক আমলা ও মতসুদ্দীর। মুক্তিযোদ্ধা লাল মিয়া যুদ্ধে তাঁর স্ত্রীকে হারিয়েছেন, হারিয়েছেন তাঁর অনেক সহযোদ্ধা ও স্বজনদের। তাঁর সন্তানেরা হারিয়ে মাকে। কেতাব আলী বঞ্চিত হয়েছে মা বাবার আশ্রয় থেকে। কিন্তু, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধা লালমিয়ার অবস্থা পরিবর্তন হয়নি। শারিরীক পরিশ্রম করতে অক্ষম এই মুক্তিযোদ্ধাকে বাজার বারে পান ও সিগারেট বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এটা শুধু উপন্যাসের লালমিয়ার গল্প নয়। বাংলাদেশের অসংখ্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যারা সরকারি স্বীকৃতি পাননি তাঁদের বঞ্চনার চিত্র। উপন্যাসের শেষের দিকে সংবর্ধিত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে লাল মিয়া তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন এভাবে; " এই দ্যাশের জন্য আমি আমার বৌরে খুয়াইছি, আমাগো হামেদ পঙ্গু অইয়া মরছে। কত মানুষ আগুনে পুইড়া, আর গুলি খাইয়া মরছে তার কুনো হিসাব নেই। এই দ্যাশ পাওনের জন্য বুড়িগঙ্গার পানি রাঙা হয়েছে। আড়িয়ালখার পানিতে মাইনষ্যের লাশ ভাসছে ক্যালা গাছের মতোন! চিল শকুনে ঠোকরায়া খাইশে মাইনষ্যের শইল..." এহসান মাহমুদ সাংবাদিকতা করেন। তাঁর গল্প বলার বয়ানে তার ছাপ আছে। সহজে, সরল গতিতে বলে যান গল্প। "একাত্তরের লাল মিয়া" পাঠকের মনে স্থান করে নিবে সরল গদ্য, সহজে আকর্ষণ করার শক্তি দিয়ে। ইংরেজ পন্ডিত স্যামুয়েল জনসনের একটা কথা আছে। "A book should help us either to enjoy life or to endure it" "একাত্তরের লাল মিয়া" বাস্তবতার নিষ্ঠুরতাকে মেনে নিয়ে জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার শিক্ষা দেয়। বইয়ের ভূমিকায় আহমদ রফিক ঠিকই বলেছেন, " এ রচনা উপন্যাসের কল্পচিত্র নয়, বাস্তব ঘটনার রেখাচিত্র।"

লেখা-
আলমগীর মোহাম্মদ
সহকারী অধ্যাপক
বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, কুমিল্লা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা পিপলস পার্টির চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন আয়োজিত হয়।

নেপালে প্রাক্তন জ্বালানি মন্ত্রী দীপক খাডকা গ্রেফতার, মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ

কাঠমান্ডু, ২৯ মার্চ (আইএএনএস): মানি লন্ডারিং মামলায় নেপালের প্রাক্তন জ্বালানি, জলসম্পদ ও সেচমন্ত্রী তথা নেপালি কংগ্রেস নেতা দীপক খাডকা-কে রবিবার ভোরে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

নেপাল পুলিশের সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (সিআইবি)-র মুখপাত্র এসএসপি শিবা কুমার শ্রেষ্ঠা জানিয়েছেন, কাঠমান্ডুর মহারাজগঞ্জ এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে খাডকাকে আটক করা হয়। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে 'জেন জেড আন্দোলন'-এর সময় তাঁর বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের সন্ধান মেলে। সেই সূত্রেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, এর আগেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখাক-কে ওই আন্দোলন দমনে জড়িত খুনের মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ফলে ওলি মন্ত্রিসভার তৃতীয় সদস্য হিসেবে খাডকার গ্রেফতারি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, আন্দোলনের সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে প্রতিবাদকারীদের হাতে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ছুড়ে ফেলতে দেখা যায়। একইসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা-র বাসভবন থেকেও পোড়া নোটের ছবি সামনে আসে, যা পরে ফরেনসিক পরীক্ষায় সত্য বলে নিশ্চিত হয়। মানি লন্ডারিং তদন্ত দফতর আগেই খাডকার বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য পুলিশ সদর দফতরে চিঠি পাঠিয়েছিল। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও সক্রিয় খাডকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

মন্ত্রী থাকাকালীন নেপাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির তৎকালীন প্রধান কুল মান ঘিসিং-এর সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তীতে ঘিসিংয়ের অপসারণ নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। পাশাপাশি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের লাইসেন্স ও চুক্তি বণ্টনে অনিয়ম, আর্থিক সুবিধা নেওয়া এবং কাঠমান্ডুতে নেপাল স্কাউটসের জমি আত্মসাতের অভিযোগও উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। এদিকে, 'জেন জেড আন্দোলন' দমনে ভূমিকার অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখাককে রবিবার কাঠমান্ডু জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ, আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে।

সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছরের ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বরের ওই আন্দোলনে মোট ৭৭ জনের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ৮৪ বিলিয়ন নেপালি রুপির সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। তদন্ত কমিশন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অবহেলার অভিযোগ আনার সুপারিশ করেছে, দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া কেপি শর্মা ওলি বর্তমানে অসুস্থ থাকায় তাঁকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতে পেশ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এফিডেফিট

আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মুসলিম ধর্মালম্বী ঝুটন মিঞা (Jutan Miah)বয়স ৪১(একচল্লিশ) পিতা:শাহজান মিঞা, বাড়ি পোঃ উত্তর চড়িলাম, থানা - বিশালগড়, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা। বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তর চড়িলাম গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমার পিতার কিছু কাগজপত্রে (Sahajan Miah) শাহজান মিঞা এবং (Shajahan Miah) রয়েছে। আমার পিতার নামের স্থানে অর্থাৎ ভুলক্রমে (Shajahan Miah) রয়েছে।বিশালগড় মহকুমা আদালতের ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং নোটারি এফিডেভিট Sl.No. ৩৬৯ মূলে আমার পিতার নাম শাহজান মিঞা (Sahajan Miah) এবং (Shajahan Miah) একই ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হোক।

ফেয়ারপয়েন্ট: জ্বালানি সংকটে বিশ্ব যখন টালমাটাল, তখন স্থিতিশীল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (আইএএনএস) : বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের ধাক্কায় যখন একের পর এক দেশ জরুরি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে, তখন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে ভারত। চলমান পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনাবিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরান-কে ঘিরে সংঘাতআন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে।

বিশ্বের বহু দেশে তেল ও গ্যাসের সরবরাহে টান পড়েছে, বেড়েছে দাম। উপসাগরীয় অঞ্চল, যা দীর্ঘদিন ধরে জ্বালানির প্রধান উৎস হিসেবে পরিচিত, সেখানেও চাপ তৈরি হয়েছে। এর জেরে বিভিন্ন দেশ কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৪০ কোটির দেশে পেট্রোল, ডিজেল ও পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস-এর সরবরাহ এখনও স্বাভাবিক রয়েছে। এলপিজি নিয়ে কিছু জায়গায় উদ্বেগ থাকলেও, তা মূলত আতঙ্কে অতিরিক্ত কেনাকাটা ও মজুতদারির ফল বলেই মনে করা হচ্ছে।

অতীতের উদাহরণ টেনে বলা হচ্ছে, কোভিড মহামারির সময় ভারত শুধু নিজেদের চাহিদা সামলায়নি, বরং 'ভ্যাকসিন মৈত্রী' উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ১০০টি দেশকে সহায়তা করেছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতেও সেই তুলনামূলক স্থিতিশীলতা নজরে পড়ছে।

অন্যদিকে, প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশগুলিতে পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। পাকিস্তান জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম চালু করেছে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। শ্রীলঙ্কা বিদ্যুৎ ব্যবহার কমাতে সরকারি দফতরে এয়ার কন্ডিশনিং সীমিত করেছে এবং চার দিনের ওয়ার্ক ফ্রম হোম চালু করেছে। বাংলাদেশ জ্বালানি রেশনিং শুরু করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখেছে। ভিয়েতনাম-এও দূরবর্তী কাজ চালু হয়েছে এবং ফিলিপিন্স জাতীয় জ্বালানি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

উন্নত দেশগুলিও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। অস্ট্রেলিয়া-তে জ্বালানি ঘাটতির কারণে বহু পেট্রোল পাম্পে সরবরাহ ফুরিয়ে যাচ্ছে, যা আতঙ্কে অতিরিক্ত কেনাকাটার ফলে আরও বেড়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতে এখনও পেট্রোল, ডিজেল বা গ্যাসের দামে কোনও বৃদ্ধি হয়নি। সরকার জানিয়েছে, দেশে পর্যাপ্ত মজুত রয়েছেপ্রায় দু'মাসের বেশি চাহিদা মেটানোর মতো। পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো এবং ঞ্জঞ্জও-সহ বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তবে দেশের রাজনৈতিক মহলে এই ইস্যু নিয়ে বিতর্কও তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভাব্য লকডাউন নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব এলপিজি ঘাটতির কথা বলেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সমালোচনা গণতন্ত্রের অংশ হলেও, অযথা আতঙ্ক তৈরি না করে গঠনমূলক আলোচনা বেশি জরুরি। কারণ বাস্তবে দেশে এখনও জ্বালানির সরবরাহ স্বাভাবিক, রাস্তাঘাটে যান চলাচল স্বাভাবিক, পেট্রোল পাম্প চালু এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বড় প্রভাব পড়েনি। বিশ্ব যখন সংকটে, তখন আপাতত স্থির অবস্থানে রয়েছে ভারত। তবে পরিস্থিতি যদি আরও জটিল হয়, তাহলে ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ বাড়তে পারেএমন সতর্কবার্তাও দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

পূর্ব আফগানিস্তানে মিনিবাসের ধাক্কা, মৃত ১, আহত ১০

কাবুল, ২৯ মার্চ (আইএএনএস) : পূর্ব আফগানিস্তানের লাঘমান প্রদেশ-এ একটি সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ১০ জন আহত হয়েছেন। রবিবার প্রাদেশিক পুলিশের এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে প্রাদেশিক রাজধানী মেহতারলাম-এ একটি মিনিবাস অসাবধানতাবশত একই সঙ্গে একটি তিনচাকার রিকশা ও একটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে পাঁচ শিশু ও দুই মহিলা রয়েছেন।

সমস্ত আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ গাড়িচালকদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

এর আগে ১ মার্চ উত্তর আফগানিস্তানের জওজজান প্রদেশ-এ একটি সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয় এবং ছয়জন আহত হন। সেখানে অতিরিক্ত গতিতে চলা দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়াও জানুয়ারি মাসে বাগলান প্রদেশ এবং বাদাখশন প্রদেশ-এ পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় একাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে খারাপ রাস্তার অবস্থা, বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবের কারণে সড়ক দুর্ঘটনা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অসমে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ অমিত শাহর, উন্নয়ন ও শান্তির বার্তা বিজেপির

গুয়াহাটি, ২৯ মার্চ (আইএএনএস) : নির্বাচনী প্রচারে অসমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার ঢেকিয়াজুলিতে এক জনসভায় তিনি দাবি করেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পরই অসমে ব্যাপক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। শাহ বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১০ বছরে অসম পেয়েছিল প্রায় ১.২৮ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে রাজ্যে প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প ও বিনিয়োগ এসেছে। তাঁর কথায়, "এটাই প্রমাণ করে কেন্দ্রের উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতা।"

শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রসার ঘটানোর কথাও উল্লেখ করেন তিনি। জানান, অসমে সেমিকন্ডাক্টর কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিটি জেলায় মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন।

আইন-শৃঙ্খলার প্রসঙ্গ তুলে শাহ দাবি করেন, কংগ্রেস আমলে অসমে বারবার বিস্ফোরণ ও হিংসার ঘটনা ঘটত। বিজেপি সরকার বিভিন্ন শান্তিচুক্তির মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার যুবককে মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনেছে বলে তাঁর দাবি।

বিরোধীদের নিশানা করে তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং গৌরব গগৈ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেন। "তাঁরা স্পষ্ট করুন, অনুপ্রবেশকারীদের পাশে নাকি অসমের মানুষের পাশে," মন্তব্য শাহর। সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা-কে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়া হয়েছে মোদী সরকারের আমলেই। পাশাপাশি অসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ-কেও অতীতে রাজনৈতিক কারণে সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এছাড়া, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে শাহ বলেন, "চীন যুদ্ধের সময় জওহরলাল নেহরু অসমকে 'টাটা বাই-বাই' বলেছিলেন। কিন্তু আজকের মোদী সরকারে ভারতের এক ইঞ্চি জমিও কেউ দখল করতে পারবে না।"

আগরতলা পুর নিগম

আগরতলা

নং: F.04.B/Advt./PUB/PRO/AMC/21 তাং-৩০/০৩/২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

মহাবীর জয়ন্তীতে মাংস কাটা ও বিক্রি নিষেধ

আগামী ৩১ মার্চ ২০২৬ইং মঙ্গলবার মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় কোন প্রকাশ পশু-পাখি নিধন বা পশু পাখির মাংস বিক্রি না করার জন্য আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার

আগরতলা পুর নিগম

টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছাড়লেন বদুরিয়ার বিধায়ক কাজি আব্দুর রহিম

কলকাতা, ২৯ মার্চ(আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা না হওয়ায় ক্ষোভের জেরে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়লেন উত্তর ২৪ পরগনার বদুরিয়া কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক কাজি আব্দুর রহিম। রবিবার সকালে ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট করে তিনি দলের প্রাথমিক সদস্যপদ-সহ সব পদ থেকে ইস্তফা দেন।

তৃণমূল কংগ্রেস-এর প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে ক্ষোভ-বিক্ষোভের ছবি সামনে আসছিল। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন বদুরিয়া। বিদায়ী বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও এ বার রহিমকে প্রার্থী করেনি দল।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্তে বেশ কিছুদিন ধরেই অসন্তোষে ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে রবিবার দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফেসবুক পোস্টে রহিম জানান, "বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের ঘোষিত আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে যে গভীর ফাঁক তৈরি হয়েছে, তা আর মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।" নিজের সিদ্ধান্তকে "কঠিন কিন্তু নীতিগত" বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের কথা তুলে ধরে রহিম বলেন, সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদই তাঁর শক্তি। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের ভিতরে চলা "অন্যায় ও বৈষম্য"-র বিরুদ্ধে তিনি সরব হলেও নেতৃত্ব কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। দলত্যাগের পর তিনি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট করেননি। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, "মানুষের পাশে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।" এই ঘটনার পর রহিমের পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি তৃণমূল নেতৃত্ব।

দাউদ ইব্রাহিম-সংক্রান্ত স্লোগান ঘিরে বাস বাজেয়াপ্ত, তদন্তে কোয়েম্বাটুর পুলিশ

কোয়েম্বাটুর, ২৯ মার্চ(আইএএনএস): কুখ্যাত পলাতক গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিম-কে মহিমান্বিত করার অভিযোগে একটি বেসরকারি বাস বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কোয়েম্বাটুর পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোয়েম্বাটুর থেকে ৪০ জনের বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াকে নিয়ে বাসটি কর্ণাটকের উত্তর কন্নড় জেলার ডান্ডেলি ভ্রমণে গিয়েছিল। ফেরার পথে শনিবার কর্ণাটকের চিক্কামাগালুরু জেলার বসবানাহল্লি এলাকায় পুলিশ বাসটি আটক করে। বাসটিতে 'গ্যাংস অফ মুম্বাই' এবং 'রিয়েল ডন'-এর মতো কিছু লেখা দেখা যায়, যা দাউদ ইব্রাহিম-এর প্রশংসা হিসেবে ব্যাখ্যা করে পুলিশ। এরপরই কর্ণাটক পুলিশ বাসটি বাজেয়াপ্ত করে এবং চালক ও মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র ১৯৭(১) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও অখণ্ডতার পরিপন্থী কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে বাসে থাকা পড়ুয়াদের আটক করা হয়নি। বিকল্প যানবাহনের ব্যবস্থা করে তাঁদের গন্তব্যে পাঠানো হয়। এদিকে, তামিলনাড়ুতেও সমান্তরাল তদন্ত শুরু করেছে কোয়েম্বাটুর পুলিশ। বাসটিতে এই ধরনের স্লোগান কীভাবে এল, তা ইচ্ছাকৃত ছিল কি না, কার অনুমতিতে এগুলি প্রদর্শিত হয়েছেএই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দেশে এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক, একদিনে ৫৫ লক্ষ রিফিল ডেলিভারি: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (আইএএনএস) : দেশে গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানাল কেন্দ্র। রবিবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার একদিনেই ৫৫ লক্ষেরও বেশি রিফিল সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫ কেজির প্রায় ৬৪ হাজার ফ্রি-ট্রেড সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে এবং কোথাও সিলিন্ডার ফুরিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, অনলাইনে এলপিজি বুকিং বেড়ে শিল্পস্তরে ৯৪ শতাংশে পৌঁছেছে। ডিস্ট্রিবিউটর স্তরে অপব্যবহার রুখতে ডেলিভারি অথেনটিকেশন কোড-ভিত্তিক সরবরাহ ফেব্রুয়ারির ৫৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৪ শতাংশ হয়েছে।

সব রিফাইনারি উচ্চ ক্ষমতায় চলছে এবং পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেলের মজুত রয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলের ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত স্টক বজায় রাখা হয়েছে। দেশীয় চাহিদা মেটাতে রিফাইনারিগুলিতে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে এবং দেশের সব পেট্রোল পাম্প স্বাভাবিকভাবে চালু রয়েছে।

সরকার নাগরিকদের অনলাইনে এলপিজি বুকিং করার এবং ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে ভিড় এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস বা ইন্ডাকশন/ইলেকট্রিক কুকটপ ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহারে জ্বালানি সাশ্রয়েরও আবেদন জানানো হয়েছে।

হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার পরিস্থিতির মধ্যেও দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখতে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

EDUCATIONAL NOTIFICATION

Health & Family Welfare Department, Government of Tripura invites applications in the prescribed format from in-service (regular) Nursing Personnel for issuing "No Objection Certificate" in the Post Basic B.Sc. Nursing / M.Sc. Nursing / M.Phil. or Ph.D. Nursing Course during the Academic Session 2026-27. In case of M.Sc. Nursing Course, the applicant will have to apply separately for NOC for Entrance Examination before appearing in the said Entrance Examination both in the State & outside the State prior to applying for NOC for M.Sc. Nursing Course. Applications should reach to the office of the undersigned through proper channel within 31st May, 2026. Prescribed application format is available in the website www.health.tripura.gov.in.

N.B.:- The period for submission of applications has been reduced from the period of 04(four) months to 02(two) months for the Academic Session 2026-27 for purpose of convenience.

ICA-D-2212/26

Dr. Debasri Debbarma Director of Health Services
Government of Tripura: Agartala

গুজরাটে সতধার ধামের বায়োগ্যাসচালিত 'মেগা কিচেন', প্রতিদিন ১০ হাজার তীর্থযাত্রীর ভোজন

গান্ধীনগর, ২৯ মার্চ(আইএএনএস): গুজরাটের জুনাগড় জেলার সতধর ধাম এখন টেকসই জীবনযাপন ও স্বনির্ভরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে বায়োগ্যাসচালিত বিশাল কমিউনিটি কিচেনে প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার তীর্থযাত্রীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সন্ত আপ্পা গিগার সঙ্গে যুক্ত এই পবিত্র তীর্থস্থানটি আগে মূলত সন্ধ্যার আরতির জন্য পরিচিত ছিল। তবে বর্তমানে রাজ্যের বৃহত্তম ক্ষমতার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট পরিচালনার জন্যও বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে বর্তমানে প্রতিদিন ৮৫ ঘনমিটার ক্ষমতার চারটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট চালু রয়েছে এবং একই ক্ষমতার আরও দুটি প্ল্যান্ট নির্মাণাধীন। এই উদ্যোগের ফলে প্রচলিত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে।

মন্দির চত্বরে প্রায় ১,০০০টি গরু রয়েছে, যাদের গোবরই বায়োগ্যাস উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল। প্রতিদিন প্রায় ৮,০০০ কেজি গোবর প্রক্রিয়াজাত করে 'অন্নক্ষেত্র'-এর রান্নার জন্য জ্বালানি তৈরি করা হয়।

এর আগে রান্নার জন্য প্রতিদিন ৮০০—৯০০ কেজি কাঠ ব্যবহার করা হত। পরে এলপিজি ব্যবহার শুরু হলেও দৈনিক ১০—১৫টি সিলিন্ডার প্রয়োজন হওয়ায় খরচ বেড়ে যায়। বায়োগ্যাসে রূপান্তরের ফলে খরচ কমার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণও কমেছে।

সতধার ধামের মহন্ত বিজয় বাপু জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি রান্নার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। পাশাপাশি বায়োগ্যাস উৎপাদনের উপজাত 'স্লারি' জৈব সার হিসেবে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা একটি টেকসই চক্র তৈরি করেছে।

এই উদ্যোগ নরেন্দ্র মোদী-র নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ভাবনা এবং ভূপেন্দ্র প্যাটেল-এর নেতৃত্বে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

গুজরাট শক্তি উন্নয়ন সংস্থা-র সহায়তায় এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি এসেছে। তাদের ইনস্টিটিউশনাল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকি দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এই উদ্যোগে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

রাজ্যজুড়ে গত পাঁচ বছরে মোট ১৯৩টি ইনস্টিটিউশনাল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে, যার সম্মিলিত ক্ষমতা ১৩,৯৫৫ ঘনমিটার প্রতিদিন। ২০২৫---২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং বর্তমানে প্রায় ৬০টি নতুন প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। ২০২৬---২৭ সালেও একই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সতধার ধামের এই উদ্যোগ দেখিয়ে দিয়েছে, কীভাবে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণ করে বৃহৎ পরিসরে সমাজসেবায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মনকি বাত অনুষ্ঠানে শ্রবন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চন্দ্রমুখী আলু দিয়ে স্পেশাল পাঠার মাংসের

চামচ (ফেটানো) কাঁচালঙ্কা: ৪-৫টি (ঝাল অনুযায়ী),গুঁড়ো মশলা: হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো (পরিমাণমতো) ফোড়নের জন্য: তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ও সামান্য চিনি। সরষের তেল: রান্নার জন্য। নুন: স্বাদমতো। গরম মশলা গুঁড়ো ও ঘি: নামানোর আগে।

মাংস ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এতে টক দই, সামান্য আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং ১ চামচ সরষের তেল দিয়ে মেখে অন্তত ১ ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে সামান্য নুন ও হলুদ দিয়ে চন্দ্রমুখী আলুর টুকরোগুলো সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। মনে রাখবেন, চন্দ্রমুখী আলু তাড়াতাড়ি নরম হয়, তাই খুব বেশি কড়া করে ভাজার প্রয়োজন নেই।

এতে টক দই, সামান্য আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং ১ চামচ সরষের তেল দিয়ে মেখে অন্তত ১ ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে সামান্য নুন ও হলুদ দিয়ে চন্দ্রমুখী আলুর টুকরোগুলো সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। মনে রাখবেন, চন্দ্রমুখী আলু তাড়াতাড়ি নরম হয়, তাই খুব বেশি কড়া করে ভাজার প্রয়োজন নেই।

রবিবার দুপুরে পাঠার মাংসের ঝোল হলে, আর কিচ্ছুটি লাগে না। রবিবারের লাঞ্চ একেবারে জমে যায়। আর পাঠার মাংসে যদি বড় বড় আকারের আলু থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। এবার না হয়, পাঠার মাংসে চন্দ্রমুখী আলু দিয়ে বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু ঝোল।

পাঠার মাংস: ৫০০ গ্রাম (রেওয়াজি হলে ভালো হয়) চন্দ্রমুখী আলু: ৩-৪টি (বড় টুকরো করে কাটা) পেঁয়াজ কুচি: ৩টি বড় সাইজের আদা বাটা: ১.৫ টেবিল চামচ রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ,টমেটো কুচি: ১টি বড় টক দই: ৩ টেবিল চামচ (ফেটানো) কাঁচালঙ্কা: ৪-৫টি (ঝাল অনুযায়ী),গুঁড়ো মশলা: হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো (পরিমাণমতো) ফোড়নের জন্য: তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ও সামান্য চিনি। সরষের তেল: রান্নার জন্য। নুন: স্বাদমতো। গরম মশলা গুঁড়ো ও ঘি: নামানোর আগে।

মাংস ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এতে টক দই, সামান্য আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং ১ চামচ সরষের তেল দিয়ে মেখে অন্তত ১ ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে সামান্য নুন ও হলুদ দিয়ে চন্দ্রমুখী আলুর টুকরোগুলো সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। মনে রাখবেন, চন্দ্রমুখী আলু তাড়াতাড়ি নরম হয়, তাই খুব বেশি কড়া করে ভাজার প্রয়োজন নেই। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে সামান্য নুন ও হলুদ দিয়ে চন্দ্রমুখী আলুর টুকরোগুলো সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। মনে রাখবেন, চন্দ্রমুখী আলু তাড়াতাড়ি নরম হয়, তাই খুব বেশি কড়া করে ভাজার প্রয়োজন নেই।

ওই তেলেই চিনি ও গরম মশলা ফোড়ন দিন। চিনি ক্যারামেলাইজড হয়ে লালচে রঙ ধরলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজ বাদামি হলে আদা ও রসুন বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। এরপর টমেটো কুচি, নুন এবং বাকি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে সামান্য জল দিয়ে কষান যতক্ষণ না তেল ছাড়ছে। মশলা থেকে তেল ছাড়লে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে ঢাকা দিয়ে দিয়ে ২০-২৫ মিনিট কষান। মাংস থেকে জল বের হবে এবং তাতেই মাংস অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে আসবে। মাংসের রঙ যখন গাঢ় হয়ে আসবে, তখন ভাজা আলুগুলো দিয়ে আরও ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করুন।

পুরো মিশ্রণটি প্রেসার কুকারে দিয়ে দিন (অথবা কড়াইতেও করতে পারেন)। পরিমাণমতো গরম জল দিন। ঝোল ফুটে উঠলে কুকারের ঢাকা বন্ধ করে ৪-৫টি সিটি দিন (মাংসের ধরন অনুযায়ী সিটির সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে)। প্রেসারের ভাপ নিজে থেকে বেরিয়ে গেলে ঢাকনা খুলুন। সবশেষে ওপর থেকে সামান্য ঘি এবং গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ডায়েট মানতে গিয়ে কি স্ন্যাকস বাদ দিচ্ছেন

ফুলকপি ছোট ছোট করে কেটে তাতে একটু দই আর তন্দুরি মশলা মাখিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিন। কোনো তেল ছাড়াই এটি রেস্তোরাঁর তন্দুরির মতো স্বাদ দেবে। ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় এই খাবারটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

বিকেলের দিকে একটু কুড়মুড়ে কিছু না খেলে কি আর আড্ডা জমে? কিন্তু মুশকিল হল, সেই মুখরোচক খাবার মানেই ডুবো তেলে ভাজা আর একগাদা ক্যালোরি। তবে আপনার রান্নাঘরে যদি একটা এয়ার ফ্রায়ার থাকে, তবে কিন্তু মুশকিল আসান! অনেকেই এয়ার ফ্রায়ার কেবল ফ্রোজেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই গরম করতেই ব্যবহার করেন। কিন্তু সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে আপনি এমন সব খাবার বানাতে পারেন যা স্বাদেও খাসা আবার শরীরের জন্যও ভালো। তেল ছাড়াই এই যন্ত্রটি খাবারকে ওভেনের চেয়েও বেশি মুচমুচে করে তোলে। ওজন কমানোর ডায়েটে অনায়াসেই জায়গা করে নিতে পারে এই কয়েকটি সহজ স্ন্যাকস। মুচমুচে কাবলি ছোলা- ভাজাভুজির বদলে প্রোটিনে ঠাসা কিছু খেতে চাইলে কাবলি ছোলার এই রেসিপিটি সেরা। এক কাপ সেদ্ধ করা কাবলি ছোলা ভালো করে শুকিয়ে নিন। এরপর সামান্য অলিভ অয়েল স্প্রে করে তাতে লঙ্কা গুঁড়ো, রসুন বাটা বা চাট মশলা মাখিয়ে নিন। ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫ মিনিট এয়ার ফ্রাই করলেই তৈরি। প্রতি আধা কাপে মাত্র ১২০ ক্যালোরি থাকে, যা আলু ভাজার চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। জুকিনি চিপস- জুকিনিতে ক্যালোরি নেই বললেই চলে। পাতলা করে জুকিনি গোল গোল করে কেটে নিন। নুন, গোলমরিচ আর সামান্য পারমেজান চিজ ছড়িয়ে ১৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১০ মিনিট রান্না করুন। মনে রাখবেন, জুকিনি খুব দ্রুত পুড়ে যায়, তাই শেষ কয়েক মিনিট একটু নজর রাখা ভালো। এক বাটি জুকিনি চিপসে মাত্র ৬০ থেকে ৮০ ক্যালোরি থাকে।

গাজর আর বিটের ফ্রাই - আলুর বদলে গাজর বা বিটরুট দিয়েও কিন্তু চমৎকার ফ্রাই বানানো যায়। গাজর লম্বা লম্বা করে কেটে সামান্য নুন আর গোলমরিচ দিয়ে এয়ার ফ্রাই করে নিন। এতে শুধু ক্যালোরিই কমবে না, আপনার শরীরে বিটা-ক্যারোটিন আর অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রাও বাড়বে।

ফুলকপি বাইটস- ফুলকপি ছোট ছোট করে কেটে তাতে একটু দই আর তন্দুরি মশলা মাখিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিন। কোনও তেল ছাড়াই এটি রেস্তোরাঁর তন্দুরির মতো স্বাদ দেবে। ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় এই খাবারটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। করলা চিপস এয়ার ফ্রায়ারে ভাজা করলা কিন্তু বেশ সুস্বাদু। তেতো ভাব কমাতে নুন মাখিয়ে জল ঝরিয়ে নিন, তার পর সামান্য আমচুর পাউডার ছড়িয়ে এয়ার ফ্রাই করুন। এটি ডায়েবেটিস রোগীদের জন্যও দারুণ একটি স্ন্যাকস।

বকাঝকা না করে কীভাবে বন্ধু হবেন সন্তানের

আজকালকার কিশোর-কিশোরীদের জগতের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সোশ্যাল মিডিয়া বা গেমিং। আপনি যদি সারাক্ষণ ফোন নিয়ে বকাবকি করেন, তবে দূরত্ব বাড়বে। বরং মাঝেমধ্যে তার পছন্দের কোনও গেম তার সঙ্গে খেলুন বা সে কোন ধরনের রিলস পছন্দ করছে তা নিয়ে আগ্রহ দেখান।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা রাখা মানেই বিশাল বদল। এই সময় ছেলে-মেয়েরা না বড়, না ছোটএক অদ্ভুত দোলাচলের মধ্যে দিয়ে যায়। হরমোনের পরিবর্তন আর বাইরের জগতের হাতছানি তাদের মেজাজকে যেমন খিটখিটে করে তোলে, তেমনই বাবা-মায়ের সঙ্গে তৈরি হয় দূরত্ব। অনেক সময় কড়া শাসন হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আজকের ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে কেবল শাসন দিয়ে নয়, বরং কৌশলে আর ভালোবাসায় তাদের মনের কাছাকাছি যাওয়া উচিত। আপনার সন্তান কি ক্রমেই আপনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? জেনে নিন কী ভাবে গড়ে তুলবেন সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

অনেকেই অনেক সময় সন্তানের সামনে নিজেদের এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যেন নিজেরা কোনওদিন কোনও ভুলই করেননি। এতে সন্তান ভয় না পেয়ে আপনার সঙ্গে কোনও কথাই ভাগ করে নেবে না। বরং আপনি যদি আপনার সন্তানকে আপনার অতীতে করা কোনও ভুলের গল্প শোনান তাহলে আপনিও যে একজন রক্ত-মাংসের মানুষ এবং আপনারও যে খারাপ লাগা বা দ্বিধা থাকতে পারে, সেটা আপনার সন্তান বুঝতে পারবে। এতে সে আপনাকে 'কর্তৃপক্ষ' না ভেবে 'সহযোদ্ধা' ভাবতে শুরু করবে।

জকালকার কিশোর-কিশোরীদের জগতের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সোশ্যাল মিডিয়া বা গেমিং। আপনি যদি সারাক্ষণ ফোন নিয়ে বকাবকি করেন, তবে দূরত্ব বাড়বে। বরং মাঝেমধ্যে তার পছন্দের কোনও গেম তার সঙ্গে খেলুন বা সে কোন ধরনের রিলস পছন্দ করছে তা নিয়ে আগ্রহ দেখান। তার ডিজিটাল জগতকে ঘৃণা না করে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করলে, সে-ও আপনাকে তার ব্যক্তিগত পরিসরে জায়গা দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। কথায় কথায় 'আমাদের সময় এমন হতো' বললে আপনার সন্তান বিরক্ত হয়ে যাবে। তাদের কোনও ভুল ধরিয়ে দিতে হলে সরাসরি উপদেশ না দিয়ে গল্পের ছলে কোনও অভিজ্ঞতার কথা বলুন। সিদ্ধান্তটা তার ওপরেই ছাড়ুন। যখন সে দেখবে আপনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন না, তখন সে নিজে থেকেই আপনার মতামতের গুরুত্ব দিতে শুরু করবে।

সব বিষয়ে বাগড়া দিলে সন্তান বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। জামাকাপড় পরা, চুল কাটা বা ঘর অগোছালো রাখার মতো ছোটখাটো বিষয়ে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিন। যখন আপনি ছোট বিষয়ে ছাড় দেবেন, তখন পড়াশোনা বা ড্রাগসের মতো বড় ও স্পর্শকাতর বিষয়ে যখন আপনি কড়া হবেন, তখন সে আপনার গুরুত্ব বুঝবে। সব বিষয়ে বাধা দিলে সে আপনার আসল উদ্বেগগুলোকেও কেবল 'ঘ্যানঘ্যানানি' বলে উড়িয়ে দেবে। সব সময় কথা বলেই মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে এমন নয়। কখনও কখনও পাশাপাশি বসে চুপচাপ সিনেমা দেখা বা বৃষ্টি ভেজা বিকেলের চা-ও অনেক না বলা কথা বলে দেয়। সন্তান কথা বলতে না চাইলে তাকে জোরাজুরি করবেন না। শুধু তাকে এইটুকু বুঝিয়ে রাখুন যে, সে যখনই কথা বলতে চাইবে, আপনি তার জন্য আছেন। এই নিঃশর্ত আশ্রয়টুকুই একজন কিশোরের কাছে সবথেকে বড় পাওনা।

ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে মানিপ্ল্যান্টের জুড়ি মেলা ভার

ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে মানিপ্ল্যান্টের জুড়ি মেলা ভার। তবে অন্দরসজ্জার এই শৌখিন গাছটিই কিন্তু আপনার ভাগ্যবদলের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে। তবে বাস্তুশাস্ত্রে মানিপ্ল্যান্টকে কেবল একটি গাছ হিসেবে নয়, বরং 'পজিটিভ এনার্জি' এবং অর্থাগমের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার ঘরের অতি আদরের এই গাছটিই অজান্তেই আপনার পকেটে টান ফেলতে পারে? সবটাই নির্ভর করছে এর বেড়ে ওঠার ওপর। আপনি হয়তো ভাবছেন গাছটি বেশ সুন্দর বাড়ছে, কিন্তু তার লতাগুলো যদি ভুল দিকে যায়, তবে তা সমৃদ্ধির বদলে আপনার জীবনে আর্থিক অনটনও ডেকে আনতে পারে।

শাস্ত্র বলছে, মানিপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এবং চমকপ্রদ তথ্য হল এই গাছের লতা যদি বাড়তে বাড়তে মেঝে বা মাটি স্পর্শ করে, তবে সেটিকে অত্যন্ত অশুভ বলে মনে করা হয়। বাস্তুবিদদের মতে, এই গাছের লতা হল উর্ধ্বমুখী উন্নতির প্রতীক। এটি যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তখন তা 'এনার্জি ড্রেন' বা ইতিবাচক শক্তির অপচয় নির্দেশ করে। সহজ কথায়, লতা নীচের দিকে নামা মানে আপনার সঞ্চিত অর্থ ও শ্রীবৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমে যাওয়া। তাই সমৃদ্ধি ধরে রাখতে সব সময় লতাগুলোকে ওপরের দিকে কোনও লাঠি বা সুতোর সাহায্যে তুলে দেওয়া জরুরি। বাস্তুশাস্ত্রে 'দিক' অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। মানিপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই:

দক্ষিণ-পূর্ব কোণ (অগ্নিকোণ): মানিপ্ল্যান্ট রাখার জন্য এটিই শ্রেষ্ঠ জায়গা। এই দিকের অধিপতি গণেশ বিঘ্ননাশ করেন এবং শুক্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেন। উত্তর দিক: আপনি কি কেরিয়ার বা ব্যবসায় নতুন সুযোগ খুঁজছেন, তবে উত্তর দিকে নীল রঙের কাঁচের পাত্রে মানিপ্ল্যান্ট রাখতে পারেন। এটি কুবেরের দিক, যা নতুন আয়ের পথ খুলে দেয়। গাছটি যত সতেজ থাকবে, আপনার চারপাশের পরিবেশ ততটাই পজিটিভ হবে। তাই খেয়াল রাখুন এই বিষয়গুলোতে: হলুদ পাতা ছেঁটে ফেলুন: শুকিয়ে যাওয়া বা হলুদ হয়ে যাওয়া পাতা নেতিবাচকতা তৈরি করে। সপ্তাহে অন্তত একবার গাছটি পরীক্ষা করুন এবং মৃত অংশগুলো বাদ দিন। মনে রাখবেন, শুকিয়ে যাওয়া বা মরে যাওয়া গাছ নেতিবাচক শক্তির উৎস। রোদ থেকে বাঁচান: মানিপ্ল্যান্ট অতিরিক্ত কড়া রোদ একদম পছন্দ করে না। সরাসরি সূর্যের আলোয় পাতা পুড়ে যেতে পারে, যা অশুভ লক্ষণ। উজ্জ্বল কিন্তু পরোক্ষ আলো পাওয়া যায় এমন জায়গায় এটি সবথেকে সতেজ থাকে। বাস্তু মতে, নিজের বাড়িতে বেড়ে ওঠা পুরনো বা দীর্ঘদিনের সতেজ মানিপ্ল্যান্টের ডাল কেটে কাউকে উপহার দেবেন না। এতে নিজের বাড়ির সৌভাগ্য বা শুভ শক্তি অন্যের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে। তবে কাউকে উপহার দিতে চাইলে দোকান থেকে নতুন গাছ কিনে দেওয়ায় কোনও বাধা নেই।

গরমের র‍্যাশ বা ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাতে চন্দন নিমেষেই আরাম দেয়

গরমের র‍্যাশ বা ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাতে চন্দনের চেয়ে ভালো বিকল্প আর কিছু নেই। চন্দনের শীতল গুণাগুণ ত্বকের প্রদাহ কমিয়ে নিমেষেই আরাম দেয়। চন্দন গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। যদি ত্বকে খুব চুলকানি হয়, তবে এই মিশ্রণটি লাগিয়ে ৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে শুধু র‍্যাশ কমবে না, আপনার ত্বক হয়ে উঠবে সতেজ ও উজ্জ্বল।

বাইরে বেরোলেই আগুনের হল্কা, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঘাম। এই অতিরিক্ত ঘাম আর ধুলোবালি যখন রোমকূপের মুখে গিয়ে জমে, তখনই শুরু হয় আসল অস্বস্তি। কারও গালে লালচে র‍্যাশ, কারও কপালে ছোট ছোট ঘামাচির মতো দানা, আবার কারও ত্বক চুলকানি আর জ্বালাপোড়ায় নাজেহাল। এই অবস্থায় বাজারচলতি কড়া রাসায়নিক যুক্ত ফেসওয়াশ ব্যবহার করলে হিতে বিপরীত হওয়ার ভয় থাকে সবথেকে বেশি। কারণ, ওইসব প্রোডাক্টের ফেনা অনেক সময় সেনসিটিভ ত্বকের র‍্যাশকে আরও বাড়িয়ে দেয়। গরমের এই 'স্কিন ইরিটেশন' বা ত্বকের জ্বালাপোড়া দূর করতে এবং র‍্যাশের সমস্যা গোড়া থেকে মেটাতে রান্নাঘরের কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে।

গরমের র‍্যাশ বা ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাতে চন্দনের চেয়ে ভালো বিকল্প আর কিছু নেই। চন্দনের শীতল গুণাগুণ ত্বকের প্রদাহ কমিয়ে নিমেষেই আরাম দেয়। চন্দন গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। যদি ত্বকে খুব চুলকানি হয়, তবে এই মিশ্রণটি লাগিয়ে ৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে শুধু র‍্যাশ কমবে না, আপনার ত্বক হয়ে উঠবে সতেজ ও উজ্জ্বল।

র‍্যাশ হওয়া মানেই ত্বক ভেতরে অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে আছে। এক্ষেত্রে অ্যালোভেরা জেল আর শসার রস মিশিয়ে একটি ন্যাচারাল ক্লিনজার বানিয়ে নিন। শসার রস ত্বকের জ্বালা ভাব কমায় আর অ্যালোভেরা কাজ করে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-সেপটিক হিসেবে। বাইরে থেকে ফিরে এই মিশ্রণটি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং নতুন করে র‍্যাশ হওয়ার প্রবণতা কমে যায়।

গরমের ঘাম থেকে ত্বকে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হওয়া খুব স্বাভাবিক, যা থেকে পরে ব্রণ বা র‍্যাশ দেখা দেয়। এক মুঠো নিম পাতা বাটা বা নিমের গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য বেসন আর জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। নিম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করবে আর বেসন ত্বকের গভীরে জমে থাকা ঘাম-ময়লা টেনে বের করে আনবে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিমের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান গরমে ত্বকের সংক্রমণ রোধে সবথেকে বেশি কার্যকরী।

যাঁদের ত্বক প্রচণ্ড তৈলাক্ত এবং গরমে ঘনঘন র‍্যাশ বেরোয়, তাঁদের জন্য মুলতানি মাটি আর টক দইয়ের মিশ্রণ আদর্শ। দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বককে কোমল রাখে আর মুলতানি মাটি অতিরিক্ত তেল শুষে নিয়ে ত্বককে রাখে কালচে ছোপ মুক্ত। স্নানের আগে এই প্যাকটি দিয়ে আলতো করে মুখ ধুয়ে নিলে দিনভর ফ্রেশ লাগবে।

মনে রাখবেন, গরমের র‍্যাশ থেকে মুক্তি পেতে শুধু দামী প্রোডাক্ট মাখলেই হবে না, ত্বককে রাখতে হবে রাসায়নিক মুক্ত। তাই এই মরসুমে নিজের রূপটান তালিকায় যোগ করুন প্রকৃতির এই সহজ সমাধানগুলি।

মাশরুম নুডলস

তবে সাধারণ চিকেন বা এগ নুডলসের বদলে যদি একটু স্বাস্থ্যকর এবং স্বাদে ভিন্ন কিছু চান, তবে 'মাশরুম নুডলস' হতে পারে সেরা বিকল্প। মাশরুমের প্রোটিন আর নুডলসের মশলাদার স্বাদ মিলেমিশে তৈরি হয় এক অপূর্ব ফিউশন। খুব কম সময়ে কীভাবে রেস্তোরাঁর মতো ঝরঝরে ও সুস্বাদু মাশরুম নুডলস বানাবেন, দেখে নিন তার সহজ রেসিপি। ছুটির দিনের দুপুর হোক বা ব্যস্ত সপ্তাহের রাত এক থালা ধোঁয়া ওঠা নুডলস ছোট-বড় সবারই প্রিয়। তবে সাধারণ চিকেন বা এগ নুডলসের বদলে যদি একটু স্বাস্থ্যকর এবং স্বাদে ভিন্ন কিছু চান, তবে 'মাশরুম নুডলস' হতে পারে সেরা বিকল্প। মাশরুমের প্রোটিন আর নুডলসের মশলাদার স্বাদ মিলেমিশে তৈরি হয় এক অপূর্ব ফিউশন। খুব কম সময়ে কীভাবে রেস্তোরাঁর মতো ঝরঝরে ও সুস্বাদু মাশরুম নুডলস বানাবেন, দেখে নিন তার সহজ রেসিপি। যা যা লাগবে--- নুডলস: ৩০০ গ্রাম (আপনার পছন্দমতো যে কোনো ব্র্যান্ডের) মাশরুম: ২০০ গ্রাম (বোতাম বা বাটন মাশরুম স্লাইস করে কাটা) সবজি: পেঁয়াজ কুচি (১টি বড়), গাজর লম্বাটে করে কাটা (আধা কাপ), ক্যাপসিকাম কুচি (১টি মাঝারি), স্প্রিং অনিয়ন বা পেঁয়াজ কলি কুচি। মশলা: আদা ও রসুন কুচি (১ চামচ করে), কাঁচালঙ্কা কুচি (স্বাদমতো), গোলমরিচ গুঁড়ো (১ চা চামচ)। সস: সয়া সস (২ বড় চামচ), থ্রিন চিলি সস (১ চামচ), ভিনেগার (১ চামচ) এবং টমেটো কেচাপ (ঐচ্ছিক)। অন্যান্য: সাদা তেল (৩-৪ চামচ), নুন (স্বাদমতো)। এভাবে বানান--- প্রথমে একটি বড় পাত্রে জল ফুটিয়ে তাতে অল্প নুন ও এক চামচ তেল দিন। এবার নুডলস দিয়ে সেদ্ধ করুন। খেয়াল রাখবেন যেন নুডলস গলে না যায় (৮০ শতাংশ সেদ্ধ করলেই ভালো)। এরপর জল ঝরিয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন, এতে নুডলস ঝরঝরে থাকবে। কড়াই বা ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে তাতে স্লাইস করা মাশরুমগুলো দিয়ে দিন। মাশরুম থেকে জল বের হতে পারে, তাই বেশি আঁচে মিনিট দুয়েক ভেজে আলাদা পাত্রে তুলে রাখুন।ওই একই তেলে আদা-রসুন কুচি ও লঙ্কা কুচি দিন। সুন্দর গন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ কুচি, গাজর ও ক্যাপসিকাম দিয়ে দিন। সবজিগুলো একদম নরম করবেন না, একটু কুড়কুড়ে থাকলে খেতে বেশি ভালো লাগে। সবজি ভাজা হলে তাতে সেদ্ধ নুডলস এবং আগে থেকে ভেজে রাখা মাশরুমগুলো দিয়ে দিন। এবার ওপর থেকে সয়া সস, চিলি সস, ভিনেগার, গোলমরিচ গুঁড়ো এবং স্বাদমতো নুন ছড়িয়ে দিন। সব উপকরণগুলো বেশি আঁচে ২-৩ মিনিট ভালো করে নাড়াচাড়া বা টস করুন। সবশেষে ওপর থেকে কুচানো পেঁয়াজ কলি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

রবিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে রূপশ্রী, মধুশ্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দ্রুত বিচারব্যবস্থার ওপর জোর উপ-রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (আইএএনএস) : দেশের নাগরিকদের জন্য সুলভ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সময়মতো বিচার নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিনির্ভর আইনি পরিষেবার সম্প্রসারণের ওপর জোর দিলেন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। আইন ও বিচার মন্ত্রকের বিচার বিভাগ আয়োজিত এক জাতীয় পরামর্শ বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আইনি ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি তিনটি অন্তর্ভুক্তি, গুণমান ও জবাবদিহিতা এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবনী ব্যবহার।

তিনি আরও বলেন, দেশের বিচারব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করবে কতটা তা সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে এবং তাদের ক্ষমতায়ন করতে পারছে তার ওপর।

তবে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন বিচারপ্রক্রিয়ার গুণমান ও জবাবদিহিতাকে ক্ষুণ্ণ না করে, সে বিষয়েও সতর্ক করেন উপ-রাষ্ট্রপতি।

নরেন্দ্র মোদী-র 'বিকশিত ভারত@২০৪৭' ভিশনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, উপনিবেশিক আমলের আইন, যা শাসনের জন্য তৈরি ছিল, তা বদলে নাগরিককেন্দ্রিক নতুন ফৌজদারি আইন প্রবর্তন একটি বড় পদক্ষেপ। তিনি উল্লেখ করেন, টেলি-ল' উদ্যোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আইনি পরিষেবাকে গণতান্ত্রিক করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। প্রি-লিটিগেশন স্তরেই অনেক সমস্যা সমাধান হওয়ায় মামলার চাপও কমছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষায় আইন উপলব্ধ করার উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, টেলি-ল' প্রকল্পের ফলে এখন আর আইনি সাহায্যের জন্য শহরে যাওয়া বা আইনজীবীর কাছে পৌঁছানো বাধ্যতামূলক নয়। গ্রামাঞ্চলেও 'ডোরস্টেপ জাস্টিস' পৌঁছে যাচ্ছে। তিনি আইনজীবীদের প্রো-বোনো পরিষেবার ওপরও গুরুত্ব দেন।

অনুষ্ঠানে 'ভয়েস অফ বেনিফিশিয়ারিজ ২০২৫—২৬' বুকলেট প্রকাশ করা হয়, যেখানে টেলি-ল' পরিষেবার মাধ্যমে উপকৃত মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

এই বৈঠকে 'ডিজাইনিং ইনোভেটিভ সলিউশনস ফর হোলিস্টিক অ্যাক্সেস টু জাস্টিস' প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের টেলি-ল' আইনজীবী, গ্রামস্তরের উদ্যোক্তা এবং উপভোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর আইনি সহায়তার বাস্তব প্রভাব তুলে ধরা হয়।

এদিন 'ন্যায় সেতু' নামে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবটও চালু করা হয়, যা নাগরিকদের আইনি অধিকার সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য ও পরামর্শ দেবে এবং টেলি-ল' পরিষেবা ব্যবহারে সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে দিল্লির ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় তৈরি আইনি সচেতনতা বিষয়ক কমিক বইও প্রকাশ করা হয়।

প্রায় ১,২০০ জন প্রতিনিধিযার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের ই-কমিটি, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি, আইনজীবী, সরকারি কেঁসুলি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও অনুষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরে খুনের চেষ্টা: তৃণমূল নেতা গ্রেফতার, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ মার্চ(আইএএনএস): খুনের চেষ্টার ঘটনায় চার দিন পর অবশেষে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক স্থানীয় নেতা। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ রবিবার মূল অভিযুক্ত বাবু চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ মার্চ রাতে গঙ্গারামপুর থানার সামনেই তৃণমূল কর্মী শিব চৌধুরীকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে বাবু চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় শিব চৌধুরীকে স্থানীয় বাসিন্দারা গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।

ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন বাবু চৌধুরী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদহে এক আত্মীয়ের বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তাঁকে তোলা হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল জানান, "তদন্তে আমরা ইতিমধ্যেই কয়েক জনকে গ্রেফতার করেছি। আহতের পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়, ঘটনার সময় বাবু চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজও হাতে এসেছে এবং অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।"

এদিকে, ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, বিশেষত নির্বাচন আসন্ন থাকায়।

তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় সমালোচনায় সরব বিরোধীরা।

বিজেপি প্রার্থী সত্যনারায়ণ রায় কড়া ভাষায় বলেন, "এত বড় অপরাধের পরেও তৃণমূল কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। অপরাধে অভিযুক্তরাই ওদের সম্পদ, তাই দল থেকে বহিষ্কার করতে পারছে না।"

অন্যদিকে, তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভৌয়াল জানান, "দলে অপরাধীদের কোনও জায়গা নেই। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঙ্গারামপুর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগে ৮৩ বিডিও ও এআরও-র বদলি, নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ২৯ মার্চ(আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড় প্রশাসনিক রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার কমিশন রাজ্যের ৮৩ জন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (এআরও)-কে বদলির নির্দেশ দিয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যসচিব দুশ্যন্ত নারিয়ালার কাছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তরের মাধ্যমে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। কমিশনের তরফে বদলি হওয়া আধিকারিকদের তালিকাও জানানো হয়েছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বদলি হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দুটি ব্লকে। এই কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিরোধী দলনেতা সুভেন্দু অধিকারী। তিনি নন্দীগ্রামের পাশাপাশি কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও লড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে।

কমিশনের তালিকা অনুযায়ী, সর্বাধিক ১৪ জন বিডিও/এআরও বদলি করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১১ জন, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব বর্ধমানে ৭ জন করে, মালদা ও বীরভূমে ৬ জন করে আধিকারিককে সরানো হয়েছে।

অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়িতে ৪ জন, কোচবিহারে ৩ জন, নদিয়ায় ৫ জন, মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে ৪ জন করে, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২ জন, বাঁকুড়ায় ৪ জন, পুরুলিয়ায় ৩ জন এবং উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ১ জন করে আধিকারিকের বদলি হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৫ মার্চ দুই দফার নির্বাচনের সূচি ঘোষণার পর থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রশাসনিক বদলি শুরু করেছে কমিশন। প্রথমে শীর্ষস্তরের আমলাদের, পরে জেলা ও মধ্যস্তরের আধিকারিকদের বদলি করা হয়। এবার তৃতীয় ও শেষ ধাপে নীচুতলার প্রশাসনিক পদগুলিতে এই রদবদল করা হল। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে এবং ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ফল প্রকাশ হবে ৪ মে।

'নিজেদের বিরুদ্ধেই চার্জশিট দিন', বিজেপিকে কটাক্ষ মমতার

কলকাতা, ২৯ মার্চ (আইএএনএস): বিজেপির প্রকাশিত 'চার্জশিট'-কে ঘিরে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পুরুলিয়ার মানবাজারে এক নির্বাচনী সভা থেকে তিনি বিজেপিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, আগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের বিরুদ্ধেই চার্জশিট প্রকাশ করা হোক।

সভামঞ্চ থেকে নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গতকাল বিজেপির এক শীর্ষ নেতা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করেছেন। আমি বলি, আগে নিজেদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিন। দাঙ্গায় কত মানুষ মারা গেছেন, তার হিসেব দিন। যখন আমেরিকা থেকে গুজরাটিদের হাতকড়া পরিয়ে দিল্লিতে আনা হচ্ছিল, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? মানুষের কথা শোনেন না, শুধু ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়াই আপনাদের একমাত্র লক্ষ্য।" তিনি আরও বলেন, "দাঙ্গাবাজ, স্বৈরাচারী, গণতন্ত্র ধ্বংসকারীওদের যেন কেউ ভোট না দেন।" উল্লেখ্য, শনিবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে অমিত শাহ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ৩৫ পাতার একটি চার্জশিট প্রকাশ করেন। সেখানে আইন-শৃঙ্খলা, অনুপ্রবেশ এবং দুর্নীতির মতো একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তীব্র সমালোচনা করা হয়। শাহ বলেন, এই নির্বাচন শুধু রাজ্যের জন্য নয়, দেশের নিরাপত্তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এদিন শাহর 'ব্যান্ডেজ' মন্তব্যেরও কড়া জবাব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "নির্বাচনের আগে আমি নাকি ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘুরিএমন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আমি বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। হাসপাতালের নথি দেখুন। গত নির্বাচনে আপনারাই আমার পায়ে আঘাত করেছিলেন। আবার কি আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন?" মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, "এটা শুধু চরিত্রহনন নয়, আমাকে খুনের চক্রান্ত। তবে ভগবান রক্ষা করলে কেউ ক্ষতি করতে পারে না।" একই সঙ্গে ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, "প্রার্থী কে তা দেখার দরকার নেই, আমাকেই প্রার্থী ভাবুন। আমাকে ভরসা করে ভোট দিন। তৃণমূলই সরকার গড়বে। যতই চক্রান্ত হোক, কিছুই সফল হবে না। জঙ্গলমহলে আর অশান্তি ফিরতে দেওয়া যাবে না।"

পেটের মেদই বড় ঝুঁকি, সাধারণ স্থূলতার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক: জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (আইএএনএস): ভারতে সামগ্রিক স্থূলতার তুলনায় পেটের মেদ বা অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি অনেক বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করেরবিবার এমনই সতর্কবার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

"সিভিডিতে স্থূলতা এবং লিপিড ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি" শীর্ষক একটি কার্ডিওলজি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, অনেক সময় বাইরে থেকে রোগা দেখালেও শরীরে ভিসেরাল ফ্যাট জমে থাকতে পারে, যা গুরুতর রোগের কারণ হতে পারে। তিনি জানান, পেটের চারপাশে চর্বি জমা হওয়া একটি স্বতন্ত্র ঝুঁকির কারণ এবং এটি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ফ্যাটি লিভার ও লিপিডের অসামঞ্জস্যসহ নানা মেটাবলিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। ভারতীয়দের শরীরের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সমস্যা আরও প্রকট। তুলনামূলকভাবে রোগা দেখালেও অনেকের শরীরে পেটের মেদ বেশি থাকে, যা 'হিডেন রিস্ক' তৈরি করে।

মন্ত্রী বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই স্থূলতা বাড়লেও অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি অসামঞ্জস্যভাবে বেশি দেখা যাচ্ছে এবং এটি কার্ডিওমেটাবলিক ঝুঁকির অন্যতম প্রধান কারণ।

তিনি আগাম শনাক্তকরণ এবং লক্ষ্যভিত্তিক চিকিৎসা ও জীবনযাপনের পরিবর্তনের ওপর জোর দেন।

বর্তমান জীবনযাত্রার পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং দৈনন্দিন রুটিনের ভারসাম্যহীনতা মেটাবলিক রোগবিশেষ করে টাইপ ২ ডায়াবেটিসও অল্প বয়সে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

একইসঙ্গে, অতি মাত্রায় বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া শরীরচর্চা করার বিরুদ্ধেও সতর্ক করেন তিনি। পর্যাপ্ত বিশ্রাম ছাড়া অতিরিক্ত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

তিনি সুষম জীবনযাপন, পর্যাপ্ত ঘুম এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এইচ. কে. চোপড়া, যেখানে দেশ-বিদেশের ৩০০-রও বেশি বিশেষজ্ঞের মতামত স্থান পেয়েছে। এতে স্থূলতা ও লিপিডজনিত সমস্যার আধুনিক চিকিৎসা, নতুন থেরাপি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী-র স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বানের কথাও উল্লেখ করেন জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, দেশে স্থূলতা ও সংশ্লিষ্ট রোগের বাড়তে থাকা বোঝার প্রেক্ষিতে এই বইটি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

বিমানে সিট বাছাইয়ে স্বস্তি, ২০ এপ্রিল থেকে ৬০ আসন বিনামূল্যে রাখতে নির্দেশ ডিজিসিএ-র

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ(আইএএনএস): বিমানে ভ্রমণের সময় সিট বাছাই নিয়ে যাত্রীদের বাড়তি খরচ কমাতে বড় পদক্ষেপ নিল ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ২০ এপ্রিল থেকে প্রতিটি উড়ানে অন্তত ৬০ শতাংশ আসন বিনামূল্যে দিতে হবে এয়ারলাইন্সগুলিকে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের নির্দেশের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠেছিল, যাত্রীদের কাছ থেকে সিট বাছাইয়ের জন্য অতিরিক্ত বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে।

নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, প্রতিটি ফ্লাইটে অধিকাংশ আসন কোনও অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই উপলব্ধ রাখতে হবে। পাশাপাশি সিট বরাদ্দ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে হবে এবং বুকিং প্ল্যাটফর্মে বিনামূল্যের আসনের প্রাপ্যতা ও শর্ত স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে।

একই পিএনআর-এ বুকিং করা যাত্রীদের যতটা সম্ভব কাছাকাছি, আদর্শভাবে পাশাপাশি আসনে বসানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে প্রায় ২০ শতাংশ আসনই বিনামূল্যে দেওয়া হয়, বাকি সিট বাছাই করতে গেলে যাত্রীদের ২০০ থেকে ২,১০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত খরচ করতে হয়, যা সিটের অবস্থান ও সুবিধার ওপর নির্ভর করে।

নতুন এই নিয়মে পরিবার বা দলবদ্ধভাবে ভ্রমণকারী যাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলি এই সিদ্ধান্তের আর্থিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এছাড়া, খেলাধুলার সরঞ্জাম বা বাদ্যযন্ত্র বহনের মতো অতিরিক্ত পরিষেবার চার্জ ও ক্ষতির ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার শর্তও স্পষ্টভাবে জানাতে বলা হয়েছে।

ডিজিসিএ প্রধান ফৈজ আহমেদ কিদওয়াই সম্প্রতি জানিয়েছেন, যাত্রীদের অধিকার রক্ষা এবং এয়ারলাইন্সগুলির উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ভারতের বিমান পরিবহণ ক্ষেত্র দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে সংস্থাগুলিকে এখনও নানা অপারেশনাল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতি ১৫০ কিমিতে বিমানবন্দর গড়ার লক্ষ্য, ইন্দোরে নতুন টার্মিনাল উদ্বোধন

ইন্দোর, ২৯ মার্চ (আইএএনএস) : মধ্যপ্রদেশ জুড়ে প্রতি ১৫০ কিলোমিটার অন্তর একটি করে বিমানবন্দর তৈরির উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। রবিবার তিনি ইন্দোরের দেবী আহিল্যাবাই হোলকার বিমানবন্দর-এ নতুন টার্মিনাল-১ উদ্বোধন করেন।

প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই আধুনিক টার্মিনাল যাত্রী পরিষেবা উন্নত করার পাশাপাশি বিমানবন্দরের বার্ষিক যাত্রী ধারণক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে প্রতি ১৫০ কিমিতে একটি বিমানবন্দর, প্রতি ৭৫ কিমিতে একটি এয়ারস্ট্রিপ এবং প্রতি ৪৫ কিমিতে একটি হেলিপ্যাড গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নতুন অসামরিক বিমান চলাচল নীতির আওতায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে।

তিনি বলেন, এই উদ্যোগে আঞ্চলিক সংযোগ বাড়বে এবং পর্যটন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নবিশেষ করে ছোট শহর ও গ্রামীণ এলাকায়গতি পাবে।

ইন্দোর বিমানবন্দরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি জানান, যাত্রীদের জন্য সুবিধা ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে যাতে বিমানযাত্রা আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়। নতুন টার্মিনাল চালু হওয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের মানচিত্রে ইন্দোরের গুরুত্ব আরও বাড়বে।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী কিঞ্জারাপু রামমোহন নাইডু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইন্দোরের সাংসদ শঙ্কর লালওয়ানি সহ একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং কেন্দ্রের এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের সহায়তায় মধ্যপ্রদেশ দ্রুত দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক্স হাবে পরিণত হচ্ছে। নতুন টার্মিনাল-১ উদ্বোধন রাজ্যের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

উদয়পুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই শ্রমিক আহত, একজনের অবস্থা গুরুতর

উদয়পুর, ২৯ মার্চ : উদয়পুরের রমেশ চৌমুহনি এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হলেন দুই শ্রমিক। শনিবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

আহত শ্রমিকদের নাম মিঠুন দেবনাথ (২২) এবং আশীষ দেবনাথ (২৬)। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো শনিবারও তারা রমেশ চৌমুহনি এলাকায় বিদ্যুতের লাইন মেরামতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কাজ চলাকালীন হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়ে যায়। এতে দুজনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ঘটনার সময় আশেপাশে উপস্থিত স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা দ্রুত বিষয়টি লক্ষ্য করে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করেন। পরে তাঁদের দ্রুত উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।

চিকিৎসকদের সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অপর শ্রমিকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা চলছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রেখে কাজ করার নিয়ম মানা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গেছে।

কৈলাসহরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত তিন যুবককে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর

কৈলাসহর, ২৯ মার্চ : কৈলাসহরের কামরাঙ্গা বাড়ি এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় তিন যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, আহত তিন যুবকই বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

জানা গেছে, বাসন্তী পুজোর ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত মহকুমাজুড়ে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও দশমীর সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন শেষে বাড়ি ফেরার পথে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। কীর্তনথলী গ্রামের বাসিন্দারা মনু নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ইলেকট্রিক অটো ও বাইকে করে ফিরছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, কামরাঙ্গা বাড়ি এলাকায় পৌঁছতেই উল্টো দিক থেকে আসা একটি মালবাহী বলেরো (নং টিআর০২সি৩৫৭৪) একটি ইলেকট্রিক অটোকে সজোরে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের ফলে অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

অটোতে থাকা তিন যুবক মনীশ সিনহা, অনিমেষ সিনহা এবং টুটন চৌধুরী ছিটকে পড়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। তাঁদের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এছাড়াও বুকে, পিঠে ও পেটে গুরুতর চোট পান তাঁরা।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মাথায় সেলাই ও অক্সিজেন দেওয়ার পর তাঁদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

জানা গেছে, আহতদের মধ্যে অনিমেষ সিনহা ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল এবং মনীশ সিনহা ও টুটন চৌধুরী পেশায় ঠিকাদার। পরবর্তীতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ হারান মনীষ সিনহা। কৈলাসহরের ছিন্নমস্তা কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় গতকাল ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

রবিবার কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বেঙ্গল ভোট: দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে ৩ সিআরপিএফ জওয়ান সাসপেন্ড

কলকাতা, ২৯ মার্চ (আইএএনএস) : দায়িত্বে গাফিলতি এবং নিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের অভিযোগে তিনজন সিআরপিএফ কর্মীকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। অভিযোগ, ডিউটির সময় তারা তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিসে ঢুকে ক্যারম খেলায় মেতে ওঠেন।

নির্বাচন কমিশনের একটি সূত্রের খবর, শনিবার গভীর রাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার বীরভূম জেলার একটি নির্দিষ্ট এলাকায় টহল দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ওই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। কিন্তু ডিউটির মাঝেই তারা আচমকা স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে ঢুকে পড়েন। সেখানে উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তায় জড়িয়ে পড়েন এবং একইসঙ্গে ক্যারম খেলায় অংশ নেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ওই খেলা চলে বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর দ্রুত নির্বাচন কমিশনের কাছে পৌঁছায়। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় বাহিনীর এমন আচরণে ক্ষুব্ধ কমিশনের কর্তারা। তড়িঘড়ি তদন্ত করে তিন জওয়ানকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক বিএসএফ কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিল কমিশন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের মতে, কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অফিসে এইভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সেই কারণেই দ্রুত ও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শনিবারের ঘটনার পর জেলার অন্যান্য জায়গায় মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্মীদেরও সতর্ক করা হয়েছে। এই সাসপেনশনের মাধ্যমে কমিশন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, নির্বাচনের সময়ে এ ধরনের অনিয়ম কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

কেরলে এনডিএ-র পক্ষে জনমত, দাবি প্রধানমন্ত্রী মোদির

কোয়েম্বাটুর, ২৯ মার্চ(আইএএনএস): কেরলের মানুষ এনডিএ-র পক্ষেই রয়েছেন বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ভোটমুখী কেরলে প্রচারে যাওয়ার আগে সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি জানান, "আজ কেরলের মানুষের মধ্যে থাকার অপেক্ষায় আছি। পালাক্কাড়ে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখব এবং পরে ত্রিশূরে রোড শো-তে অংশ নেব। কেরলের জনমত এনডিএ-র পক্ষে। এলডিএফ এবং ইউডিএফের দুর্বল শাসনে মানুষ অতিষ্ঠ।"

কেরল সফরের আগে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে স্বল্প সময়ের জন্য তাঁর ট্রানজিট রয়েছে। সেই কারণে শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কোয়েম্বাটুর ও সংলগ্ন একাধিক এলাকাকে উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ে রাখা হয়েছে। আকাশপথ ও স্থলপথদুই ক্ষেত্রেই কড়া নজরদারি চলছে।

নিরাপত্তার স্বার্থে নীলাম্বুর, চিন্তামণিপুদুর, চেট্টিপালায়ম, মধুকারাই, এট্টিমাডাই এবং ওয়ালায়ার এলাকায় ড্রোন ওড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ জারি থাকবে। এছাড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিঅভিনাশি রোড, পিলামেড়ু, কালাপট্টি এবং সিঙ্গানাল্লুর'রেড জোন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রায় ৫,০০০ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। কোয়েম্বাটুর বিমানবন্দর ও সংলগ্ন এলাকায় তিনস্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা ও কন্ট্রোল রুম থেকে গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতের গনতান্ত্রিক নারী সমিতি বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে কুমারী, মধুতী রুপশ্রীর, ৭৮তম শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ মার্চ: ভারতের গনতান্ত্রিক নারী সমিতি বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে কুমারী, মধুতী রুপশ্রীর, ৭৮ তম শহীদান দিবস পালন করা হয়। রবিবার সকাল দশটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় প্রাঙ্গণে শহীদ দান দিবসের কর্মসূচি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

শহীদান দিবসের কর্মসূচি শেষে তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে শহীদ দের উদ্দেশ্যে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির দক্ষিণ জেলার সভানেত্রী শিউলি লোধ।

ভারতের গনতান্ত্রিক নারী সমিতি বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির আয়োজিত কর্মসূচি তে ছিলেন সংগঠনের বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদিকা যমুনা পাল,রাজ্য কমিটির সদস্যা অনিন্দিতা সাহা, সিপিআইএম বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের মহকুমা নেতৃত্ব সুবল রায়, বিপুল বৈদ্য সহ গনতান্ত্রিক নারী সমিতির বিভিন্ন স্তরের কর্মি সমর্থকরা।

আত্মনির্ভর ভারতের 'মজবুত ভিত্তি' মৎস্যজীবীরা: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (আইএএনএস): নরেন্দ্র মোদী রবিবার বলেছেন, দেশের মৎস্যজীবীরাই আত্মনির্ভর ভারতের অন্যতম শক্ত ভিত, যারা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর ১৩২তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের মৎস্যজীবী ভাই-বোনেরা শুধু সমুদ্রের যোদ্ধাই নন, তাঁরা আত্মনির্ভর ভারতের এক মজবুত ভিত্তি। ভোর হওয়ার আগেই তারা সমুদ্রে পাড়ি দেন, পরিবার ও দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে।"

তিনি জানান, বন্দর উন্নয়ন, বীমা সহ একাধিক সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা সহজ করার চেষ্টা চলছে, যা তাঁদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হচ্ছে।

আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল এই পেশায় প্রযুক্তির মাধ্যমে পূর্ণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই উদ্যোগগুলি শুধু মৎস্যচাষকে সমৃদ্ধ করছে না, নতুন উদ্ভাবনের মনোভাবও তৈরি করছে। আজ মৎস্য ও সি-উইড চাষে নতুন নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে এবং মৎস্যজীবীরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠছেন।"

উদাহরণ হিসেবে ওড়িশার সম্বলপুরের সুজাতা ভূঁইয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি। গৃহবধূ হয়েও পরিবারকে সহায়তা করতে তিনি হিরাকুদ জলাধারে মাছচাষ শুরু করেন। প্রথমদিকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেও কয়েক বছরের মধ্যে তিনি এটিকে সফল ব্যবসায় পরিণত করেন।

লক্ষদ্বীপের মিনিকয়ের হাভা গুলজারের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। আগে তিনি মাছ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট চালাতেন, পরে নিজস্ব কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করে ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করেন।

এছাড়া কর্ণাটকের বেলাগাভির শিবলিং সাটাপ্পা হুড্ডার ঐতিহ্যবাহী কৃষির বদলে পুকুরে মাছচাষ শুরু করে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন ভালো আয় করছেন বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে বিভিন্ন জায়গায় এমন উদ্যোগ মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। সমুদ্রশৈবাল চাষেও বহু মানুষ এগিয়ে আসছেন। তিনি মৎস্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁদের প্রচেষ্টা দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করছে।

তামিলনাড়ু ভোট: এআইএডিএমকে-র চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, চেন্নাইয়ে হাই-প্রোফাইল লড়াই

চেন্নাই, ২৯ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (এআইএডিএমকে)। দলটি মোট ১৬৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে জানানো হয়েছে।

দলের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাদি কে. পালানিস্বামী শনিবার তৃতীয় তথা শেষ দফার তালিকা প্রকাশ করেন। এই দফায় বাকি ১৭টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে দুটি দফায় ১৫০টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল দলটি।

শেষ দফার তালিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে চেন্নাইয়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে রাজধানী অঞ্চলের প্রার্থী বাছাই সম্পূর্ণ হল।

চেন্নাইয়ের উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন পি. ভালারমতী (থাউজ্যান্ড লাইটস), গোকুল ইন্দিরা (আন্না নগর), আধি রাজরাম (চেপক-তিরুভাল্লিকেনি), আর. মনো (হারবার/রয়াপুরম) এবং ভি.এন. রবি (ভিরুগামবাক্কম)। এছাড়াও টি. নগর, ভেলাচেরি, শোলিঙ্গানাল্লুর, আর.কে. নগর এবং ভিল্লিভাক্কম সহ একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

জোট সমীকরণের অংশ হিসেবে থিরু-ভি-কা নগর (সংরক্ষিত) আসনটি তামিল মানিলা বহুজন সমাজ পার্টিকে দেওয়া হয়েছে। প্রয়াত আর্মস্ট্রংয়ের স্ত্রী পোরকোডি আর্মস্ট্রং এই কেন্দ্রে এআইএডিএমকে-র 'টু লিভস' প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এছাড়াও এগমোর কেন্দ্রে এআইএডিএমকে সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অভিষেক রেঙ্গাসামির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এই তালিকার অন্যতম বড় দিক হল শাসক দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম (ডিএমকে)-র শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই। কোলাথুর কেন্দ্রে এআইএডিএমকে প্রার্থী পি. চন্দন কৃষ্ণন মুখোমুখি হবেন মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিন-এর। অন্যদিকে চেপক-তিরুভাল্লিকেনি কেন্দ্রে আধি রাজরাম লড়বেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়ানিধি স্ট্যালিন-এর বিরুদ্ধে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আধি রাজরাম এর আগেও ২০২১ সালে কোলাথুর কেন্দ্রে এম. কে. স্টালিনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এবং ৩৫,১৩৮ ভোট পেয়েছিলেন। ২০০৬ সালেও থাউজ্যান্ড লাইটস কেন্দ্রে স্টালিনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি।

চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে এআইএডিএমকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, বিশেষ করে চেন্নাইয়ে ডিএমকে-র সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের জন্য তারা প্রস্তুত।

দিল্লি পুলিশের জালে আন্তঃরাজ্য অস্ত্র সরবরাহকারী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ(আইএএনএস): বড়সড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ-এর ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আন্তঃরাজ্য অস্ত্র সরবরাহকারী মোহাম্মদ ইসরার (৫২)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি দিল্লি, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ জুড়ে সক্রিয় একাধিক সংগঠিত অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অভিযুক্ত ইসরার ২০২৪ সাল থেকে পলাতক ছিলেন এবং তাকে ধরিয়ে দিতে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। এছাড়াও হরিয়ানার একটি মামলায় তার বিরুদ্ধে আরও ৫ হাজার টাকার পুরস্কার ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, অস্ত্র আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি ও অস্ত্র আইনে মোট ছয়টি মামলা রয়েছে। তদন্তে জানা যায়, গত বছরের আগস্টে দিল্লিতে অঙ্কিত (২৪) নামে এক শুটারকে গ্রেফতার করা হলে তার কাছ থেকে তিনটি আধুনিক পিস্তল, একটি সিঙ্গেল-শট পিস্তল, ১৩ রাউন্ড গুলি, দুটি ম্যাগাজিন ও একটি চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার হয়। ওই অস্ত্রগুলি ইসরারই সরবরাহ করেছিলেন বলে তদন্তে উঠে আসে।

'সূর্য ঘর' প্রকল্পে দেশজুড়ে সৌর বিপ্লব, বদলাচ্ছে মানুষের জীবন: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ (আইএএনএস): নরেন্দ্র মোদী রবিবার জানিয়েছেন, 'পিএম সূর্য ঘর মুফ বিজলি যোজনা'-র মাধ্যমে দেশজুড়ে সৌরশক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে এবং তা সাধারণ মানুষের জীবনে বড় পরিবর্তন আনছে।

তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর ১৩২তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহর থেকে গ্রামসব জায়গাতেই এখন দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, "আজ বড় বা ছোট যেকোনও শহরে গেলেই বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল দেখা যায়। কয়েক বছর আগে যা খুব সীমিত ছিল, এখন 'পিএম সূর্য ঘর মুফ বিজলি যোজনা'-র প্রভাবে তা দেশের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ছে।"

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, গুজরাটের সুরেন্দ্রনগরের পায়েল মুঞ্জপারা সৌর প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন একজন দক্ষ সোলার টেকনিশিয়ান ও উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। তিনি আশপাশের জেলাগুলিতে সৌর প্যানেল বসানোর কাজ করে প্রতি মাসে ভালো আয় করছেন।

উত্তরপ্রদেশের মীরাটের অরুণ কুমারের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। অরুণ এখন নিজের বিদ্যুৎ খরচ কমানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে আয় করছেন।

কৃষিক্ষেত্রেও এই প্রকল্পের প্রভাবের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জয়পুরের মুরলীধর আগে ডিজেল পাম্পের উপর নির্ভর করতেন, যার জন্য বছরে হাজার হাজার টাকা খরচ হতো। সৌরচালিত পাম্প ব্যবহার শুরু করার পর তাঁর চাষের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং আয়ও বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের সুবিধা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত এলাকাতেও পৌঁছে যাচ্ছে। ত্রিপুরার রিয়াং জনজাতি অধ্যুষিত বহু গ্রামে আগে বিদ্যুতের সমস্যা ছিল, এখন সৌর মিনি-গ্রিডের মাধ্যমে সেখানে নিয়মিত আলো পৌঁছাচ্ছে।

সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলন, একাধিক ইস্যুতে তোপ প্রবীর চক্রবর্তীর

আগরতলা, ২৯ মার্চ: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, দেশ বর্তমানে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাঁর বক্তব্য, অতীতে রাজারা যেমন রাজ্যের সম্পদকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করতেন, তেমনই বর্তমান সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশের সম্পদকে নিজেদের মতো করে ভোগ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।তিনি আরও দাবি করেন, এই প্রবণতা তথাকথিত "ডবল ইঞ্জিন" বা "ত্রিপল ইঞ্জিন" শাসিত রাজ্যগুলিতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, সরকারি সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো ব্যবহার করার অধিকার যেন শুধুমাত্র মন্ত্রী ও নেতাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

এছাড়াও মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর মতে, দেশে ক্রমবর্ধমান অশান্তি ও সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্যও কেন্দ্রের নেতৃত্বই দায়ী।

কৃষি ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে সারের আমদানি ব্যাহত হওয়ায় কৃষকরা বড়সড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এর প্রভাব ত্রিপুরাতেও পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন কংগ্রেস মুখপাত্র। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা-সহ বিভিন্ন স্থানে জলবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে চলেছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য বড় চিন্তার বিষয়।

সব মিলিয়ে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানান প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র।

ধর্মনগরে প্রচারে

● প্রথম পাতার পর

জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো ও আইসিইউ পরিষেবার উন্নতি এবং ঘরে ঘরে পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া।

প্রচারের তৃতীয় দিনে দুর্গাপুর এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া কংগ্রেস শিবিরের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এখন নজর উপনির্বাচনের ফলাফলের দিকে ধর্মনগরবাসী শেষ পর্যন্ত কাকে বেছে নেন, সেটাই দেখার।

সীমান্তে পাচার রুখতে বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

করেই তার পিএজি বন্দুক থেকে এক রাউন্ড গুলি ছোড়েন। এতে সুব্রত রায়ের পায়ে গুলি লাগে। গুলির শব্দে বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে আহত সুব্রত রায়কে তার আত্মীয়রা দ্রুত শান্তিবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে বিএসএফ জওয়ানরা আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা মূল্যের চকলেট ও বিস্কুট উদ্ধার করেছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য

● প্রথম পাতার পর

বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বলে জানা গেছে। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুতে অবস্থান করছেন।

এই ঘটনার পর থেকেই মালাকার সমাজের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ধর্মনগর উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকার মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষ মহেশপুর এলাকায় একত্রিত হয়ে আলোচনা করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেন।

সংগঠনের সম্পাদক জানান, সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার এই ধরনের মন্তব্য কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাতাবাড়িতে পকেটমারের

● প্রথম পাতার পর

প্রাঙ্গণে বসানো টাইলস রোদের তাপে উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। রবিবার ভিড়ের মধ্যে অন্তত ছয় থেকে সাতজন ভক্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানে কোনো মেডিকেল টিম বা অ্যাম্বুলেন্স না থাকায় তাদের আত্মীয়দের উদ্যোগে অটোযোগে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ভক্তদের দাবি, বিশেষ করে রবিবারের মতো ভিড়ের দিনে মন্দির চত্বরে স্থায়ীভাবে একটি মেডিকেল টিম ও অ্যাম্বুলেন্স রাখা জরুরি। পাশাপাশি বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভক্তদের জন্য র্যাম্পের ব্যবস্থা না থাকায় তারা মন্দিরে প্রবেশ করতে না পেরে বাইরে থেকেই প্রণাম করে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

এছাড়া মন্দিরের আধুনিকীকরণের কাজ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, যেখানে ভোগ রান্না করা হয় সেই ঘরে সামান্য বৃষ্টিতেই জল চুঁইয়ে পড়ছে, ফলে রান্নার কাজে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি পুরোহিতদের জন্য নির্ধারিত আবাসন এখনও বণ্টন না হওয়ায় তারাও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

সব মিলিয়ে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, প্রশাসনিক নির্দেশ কার্যকর করা এবং ভক্তদের মৌলিক পরিষেবার উন্নতির দাবি তুলেছেন উপস্থিত দর্শনার্থীরা। তাঁদের মতে, দ্রুত এই সমস্যাগুলোর সমাধান হলে মাতাবাড়ি মন্দিরের পরিবেশ ও সেবার মান আরও উন্নত হবে।

স্নান করতে গিয়ে বিদ্যুৎকর্মীর

● প্রথম পাতার পর

প্রতিদিনের মতো তিনি নিজের বাড়ির পুকুরে স্নান করতে যান। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। সন্ধ্যার দিকে পাশের বাড়ির বাসিন্দা বিশাল কর্মকার পুকুরে বাপন নায়েককে অচেতন অবস্থায় ভাসতে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. দিপাল চাকমা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই আকস্মিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে কান্নার রোল।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাজুড়ে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সংঘাতে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিচ্ছে। এই ভাবনাগুলি দেশের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।" তিনি দেশের যুবসমাজের এই উদ্যোগ ও অংশগ্রহণকে সাধুবাদ জানান।

এদিকে, : নরেন্দ্র মোদী রবিবার বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ফলে বিশ্বজুড়ে গ্যাস ও জ্বালানি সংকট তৈরি হলেও ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে।

তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর ১৩২তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘটনাবহুল। কোভিড পরবর্তী সময়ে বিশ্ব উন্নয়নের পথে এগোবে বলে আশা করা হলেও বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ ও সংঘাত অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, "বর্তমানে আমাদের প্রতিবেশী অঞ্চলে গত এক মাস ধরে তীব্র সংঘাত চলছে। বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলিতে বহু ভারতীয় কাজ করেন। সেখানে থাকা এক কোটিরও বেশি ভারতীয়কে সহায়তা করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিম এশিয়াকে বিশ্বের জ্বালানির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সংঘাতের জেরে বিশ্বজুড়ে পেট্রোল-ডিজেলের সংকট তৈরি হচ্ছে।

তিনি জানান, "ভারত তার কূটনৈতিক সম্পর্ক, বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা এবং গত এক দশকে গড়ে ওঠা সক্ষমতার জোরে এই চ্যালেঞ্জ দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করছে।" এই পরিস্থিতিকে "চ্যালেঞ্জিং সময়" হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জ্বালানি সংকট নিয়ে রাজনীতি না করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এটি ১৪০ কোটি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত একটি বিষয়। এখানে স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কোনও স্থান নেই। যারা গুজব ছড়াচ্ছেন, তারা দেশের ক্ষতি করছেন।"

দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার যে তথ্য দিচ্ছে, তার ওপরই ভরসা রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দেশের ১৪০ কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অতীতের মতোই এবারও এই কঠিন পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

সূর্যের শক্তি দিয়ে ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

৪৭ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় যা ট্রেডা এবং রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের এর মাধ্যমে। তিনি বলেন, পিএম সূর্য ঘরের অধীনে ২,৭৫৩টি পরিবার সৌর প্যানেল স্থাপন করে বিদ্যুৎ পেয়েছে। মোট ৭,৯৯১টি কৃষক পরিবার সৌর পাম্প পেয়েছে এবং ৪০,০০০ কানি জমি সেচ হয়েছে। পিএম ডিভাইন এর অধীনে ৯,৭২৫টি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। ২৪৭টি এলাকায় এবং পিএম জনমন-এর অধীনে ৩০টি এলাকায় ১, ৭০৩টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী সৌর আলো এবং পিএম সূর্য ঘরের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন আজ ত্রিপুরার মানুষ শুধুমাত্র সূর্যের আলোতে আলোকিত হচ্ছে না, তাদের স্বপ্নও পরিবর্তিত হচ্ছে। তিনি শেষে বলেন, আমার হৃদয় ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায় যখন দেশের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই উদ্যোগের কথা 'মন কি বাত'-এ উল্লেখ করেছেন। সৌর মাইক্রোগ্রিডের আলো আজ দুর্গম জনজাতি এলাকায় নতুন আশা দেখাচ্ছে। খোয়াই জেলার মুংগিয়াকামি আরডি ব্লকের কার্ণারাম পাড়ায় সেই পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার থেকে আলো পর্যন্ত এই যাত্রা উন্নয়নের একটি অনন্য গল্প বলে। এটি শুধু একটি বিদ্যুৎ সংযোগ নয়; এটি আত্মনির্ভরতার নতুন সূচনা। প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রেরণার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সূর্যের শক্তি দিয়ে ত্রিপুরা এগিয়ে যাচ্ছে, নতুন ভবিষ্যতের দিকে।

জল জীবন মিশনে ১০০

● প্রথম পাতার পর

মোদি। যা আমাদের জন্য খুবই গর্বের বিষয়। যেখানে আগে পানীয় জলের জন্য প্রচন্ড অসুবিধা হতো সেখানকার মানুষের। দ্বিতীয়ত প্রধানমন্ত্রীর নামে মুফত বিজলি যোজনা। এই যোজনায় গ্রামে গ্রামে বিশেষ করে রিয়াং শরণার্থীরা লাভবান হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বিদ্যুতের কারণে এখন ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে পারছে, কৃষি ক্ষেত্রে উপকার হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মন কি বাত কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে সারা দেশ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে চিঠি পাঠানো হয়। যেসব বিষয় আমরা জানি না। আর এই বিষয়গুলি প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে সারা দেশ জেনে যায়। স্বাস্থ্য সচেতন থাকা, যুবদের বিষয়েও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। যেমন খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে তেল কম খাওয়া, সবসময় ব্যায়াম করা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। ফিশারি, কৃষি, ক্রীড়া সহ প্রত্যেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এসব বিষয় থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা আসে। আজ ত্রিপুরা সম্পর্কে দুটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ এ বিকশিত ভারত গড়ে তোলার যে আহ্বান রেখেছেন আমরাও বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা কাজ করছি। এই লক্ষ্যে আজ আমি বড়জলায় এসেছি। আমি এই কার্যক্রমে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে ছোট রাজ্য হলেও মন কি বাত কার্যক্রমে প্রথম স্থান ধরে রেখেছে। ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি ইত্যাদি নিয়েও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ইরান, ইজরায়েল, আমেরিকার সঙ্গেও কূটনৈতিক দিক থেকে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন তিনি। একইভাবে উপসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন তিনি। আমরা এখন প্রধানমন্ত্রীর মতো ব্যক্তিত্বের কাছে নিরাপদে রয়েছি। কোভিডের মতো পরিস্থিতিকে আমরা যেভাবে মোকাবিলা করেছি সেভাবে এবারও মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে জল জীবন মিশনের সফল বাস্তবায়ন নিয়েও এদিন কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে যখন আমাদের সরকার আসে, তখন মাত্র ৩ শতাংশ ছিল। সেই জায়গায় এখন জল জীবন মিশনে প্রায় ৮৫ - ৮৬ শতাংশ সাফল্য এসেছে। বহু জায়গায় জলের প্রয়োজনীয় উৎস না থাকায় উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে জল জীবন মিশনে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জিত হবে।

এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায়, মন কি বাত ত্রিপুরা প্রদেশের ইনচার্জ রতন ঘোষ, প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগণ।

ক্রীড়াঙ্গন

নীপকো-র সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ প্রীতি ক্রিকেটে জেআরসি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ।। উত্তর-পূর্ব বিদ্যুৎ শক্তি নিগম লিমিটেড বা নীপকো-এর প্রতিষ্ঠা দিবস এবং আগরতলা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক প্রীতি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে জয়ী হল জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। রবিবার নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত এই টানটান উত্তেজনার ম্যাচে নীপকো দলকে ৪৬ রানে পরাজিত করে জেআরসি-র ক্রিকেট দল।

এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় আয়োজক নীপকো দল। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭২ রান সংগ্রহ করে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। দলের পক্ষে বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন সায়ন দাস। তিনি ২৯ বলে ৫৫ রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। এছাড়া মেঘধন দেব (২৬ বলে ২৮) এবং তাপস দেব (২০ বলে ২১) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। নীপকোর পক্ষে বল হাতে সফল ছিলেন সাহিল ঝা, তিনি ৪ ওভারে ৪১ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। এস কে ইসহাক পান ২ উইকেট।

১৭৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে নীপকো। সাহিল ঝা ব্যাট হাতেও লড়াই করার চেষ্টা করেন (৩২ বলে ৩২ রান), কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে যোগ্য সঙ্গত মেলেনি। রূপম করেন ২০ রান। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ১৬.৩ ওভারে মাত্র ১২৬ রানেই গুটিয়ে যায় নীপকোর ইনিংস। জেআরসি-এর পক্ষে সায়ন দাস বল হাতেও ভেলকি দেখান, মাত্র ১০ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি উইকেট। এছাড়া প্রণব শীল, দিব্যেন্দু দে ও অনির্বাণ দেব ২টি করে উইকেট পান। খেলা শেষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন: মুকুল শর্মা, চিফ জেনারেলক্স ম্যানেজার ও হেড অফ প্ল্যান্ট, আগরতলা জিবিপিএস নীপকো।

গোপাল কর্মকার, জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল)।

শুভ্রনীল সেনগুপ্ত, সম্পাদক, এনআরসি। পীযূষ বণিক, ফিন্যান্স এক্সিকিউটিভ।

সুপ্রভাত দেবনাথ, সভাপতি, জেআরসি। অভিষেক দে, সম্পাদক, জেআরসি।

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ও সেরা ব্যাটসম্যান সায়ন দাস এবং

সেরা বোলার সাহিল ঝা- কে পুরস্কৃত করা হয়।

নীপকোর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। মাঠের লড়াই শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে হৃদ্যতার বাতাবরণ তৈরি হয়।

ফুটবলে জয় দিয়ে সূচনা সাই স্যাগের প্রণবানন্দকে হারালো সুদন্য স্মৃতি স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে সাই স্যাগ। টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলকে অপরাজিত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে।

বিজয়ী দলের পক্ষে সাজ-নালং জমাতিয়া একাই চারটি গোল করে। প্রথম গোলটি করে আয়ুশ দেববর্মা। দিনের অপর খেলায় সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টার পাঁচ-শূন্য গোলের ব্যবধানে প্রণবানন্দ স্কুল কে পরাজিত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে।

নিজেদের প্রথম খেলায় সুধন্য মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিপক্ষ আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে এক-এক গোলে ম্যাচ ড্র করে এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছিল। আজকের খেলায় এসডি এম স্কুল কোচিং সেন্টারের সুজন জমাতিয়া, রোহিত দেববর্মা, আরুশ দেববর্মা, মানব দেববর্মা ও বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রত্যেকে একটি করে গোল করে।

পর পর ধাক্কা চেন্নাই দলে! ধোনির পর এ বার চোটে ব্রেভিস, প্রথম কয়েকটি ম্যাচে অনিশ্চিত 'বেবি এবি'

মহেন্দ্র সিংহ ধোনির পর ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। পর পর চেন্নাই সুপার কিংসের ক্রিকেটারেরা চোট পাচ্ছেন। সোমবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে চেন্নাই সুপার কিংস। তার আগে সমস্যায় তারা। ধোনির পর এ বার ব্রেভিসও চোট পেয়েছেন।

'রেভস্পোর্টজ' জানিয়েছে, ব্রেভিসের পেশিতে টান লেগেছে। ফলে চেন্নাইয়ের প্রথম দু'-তিনটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। গত বার মরসুমের মাঝপথে ব্রেভিসকে সই করিয়েছিল চেন্নাই। বাকি মরসুমে ভাল খেলেছিলেন তিনি। সেই কারণে এ বার তাঁকে ধরে রেখেছে চেন্নাই। কিন্তু প্রথম কয়েকটি ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

বিশ্বক্রিকেটে 'বেবি এবি' নামে পরিচিত ব্রেভিস। তাঁর ব্যাট করার ধরন অনেকটা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবি ডিভিলিয়ার্সের মতো। মাঠের চার দিকে বড় শট মারতে পারেন। সেই কারণে ডিভিলিয়ার্সের সঙ্গে তুলনা করে 'বেবি এবি' বলে ডাকা হয় তাঁকে। এ বারের আইপিএলে চেন্নাই ভরসা করেছিল ব্রেভিসের উপর। কিন্তু শুরুতে পাওয়া যাবে না তাঁকে।

এর আগে ধোনির চোটের খবর সামনে এসেছে। সিএসকে সূত্রে খবর, কঠোর অনুশীলন করতে গিয়ে চোট পেয়েছেন ধোনি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পুরো সুস্থ হয়ে মাঠে নামতে তিন সপ্তাহ লাগবে তাঁর। সাধারণত পায়ের পেশিতে চোট লাগলে দু'সপ্তাহে সুস্থ হওয়া যায়। কিন্তু ধোনির আগে থেকেই পায়ে সমস্যা রয়েছে। তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। ফলে পুরো সুস্থ হতে আরও বেশি সময় লাগবে তাঁর।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ধোনি আবার খেলতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। তার অর্থ, চেন্নাই সুপার কিংসের প্রথম ছ'টি ম্যাচে পাওয়া যাবে না তাঁকে। চেন্নাইয়ের এই আধিকারিক বলেছেন, "ধোনির না থাকা আমাদের দলের কাছে বড় ধাক্কা। কিন্তু আমাদের সেটা মেনে এগোতে হবে।"

৩০ মার্চ চেন্নাইয়ের প্রথম ম্যাচ। প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু সেই ম্যাচ খেলতে গুয়াহাটি যায়নি ধোনি। একটি সূত্র বলেছে, "ধোনি আপাতত বিশ্রাম নিচ্ছেন। ওঁর উপর আমরা চাপ দিচ্ছি না। আমরা চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উনি সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরুন।"

চেন্নাইয়ের দ্বিতীয় ম্যাচ ৩ এপ্রিল পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। চেন্নাইয়ের তৃতীয় প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই ম্যাচ ৫ এপ্রিল। চেন্নাইয়ের চতুর্থ ম্যাচ ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। ১৪ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ও ১৮ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। এই ছয় ম্যাচে ধোনি খেলতে পারবেন না। ২৩ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলার আগে ধোনি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করছেন চিকিৎসকেরা।

বেলজিয়ামের কাছে পাঁচ গোল হজম বিশ্বকাপের আয়োজক আমেরিকার, আর্জেন্টিনার খেলায় ক্ষুব্ধ মার্তিনেজ

বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ তারা। প্রতিযোগিতার কয়েক মাস আগে সেই আমেরিকা ফুটবল দলে হতশ্রী দশা বেরিয়ে পড়ল। বেলজিয়ামের কাছে প্রদর্শনী ম্যাচে পাঁচ গোল খেল তারা। অন্য ম্যাচে, শেষ মুহূর্তের গোলে জাপান হারিয়েছে স্কটল্যান্ডকে। আর্জেন্টিনার খারাপ খেলা নিয়ে মুখ খুলেছেন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।

বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার ঠিক ৭৫ দিন আগে আমেরিকার এই ফর্ম চিন্তায় ফেলেছে সমর্থকদের। যদিও আটলান্টার ৬৭ হাজার সমর্থকের সামনে এগিয়ে গিয়েছিল আমেরিকাই। ওয়েস্টন ম্যাকেনি গোল করে এগিয়ে দেন দেশকে। বেলজিয়াম ম্যাচে ফিরতে সময় নেয়নি। একে একে গোল করেন জেনো দেবাস্ত, আমাদু ওনানা এবং চার্লস দে কাতালায়েরে। জোড়া গোল করেন পরিবর্ত দোদি লুকেবাকিয়ো। শেষের দিকে আমেরিকার হয়ে একটি গোল শোধ করেন প্যাট্রিক আগিয়েমাং। এর পর পর্তুগালের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ রয়েছে আমেরিকার। তার আগে কোচ মরিসিয়ো পোচেত্তিনো বলেছেন, "এই হার আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে কী ভাবে ভাল খেলতে হয় সেটা নিয়ে আরও ভাবনাচিন্তা করতে হবে।"

বিশ্বকাপে ২৮ বছর পর খেলতে নামবে স্কটল্যান্ড। ঘরের মাঠে তারা হেরেছে জাপানের কাছে। একমাত্র গোল জুনিয়া ইতোর। নিয়মিত বিশ্বকাপ খেলা জাপান অবশ্য সেরা ফুটবলারদের বাইরে রেখেই নেমেছিল। তাতেও জিততে সমস্যা হয়নি। যদিও স্কটল্যান্ডের একাধিক প্রচেষ্টা রুখে দিয়েছেন জাপানের গোলকিপার জিয়োন সুজুকি।

এ দিকে, র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১৫ নম্বরে থাকা মরুতেনিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ২-১ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। দলের খেলায় খুশি নন মার্তিনেজ। তিনি বলেছেন, "খুব খারাপ খেলেছি আমরা। দলের খেলা অন্যতম খারাপ ম্যাচ। প্রদর্শনী ম্যাচেও এত খারাপ খেলা উচিত নয়। হৃদয় দিয়ে খেলিনি। ভাগ্য ভাল ফাইনালিসিমা খেলতে হয়নি। আমাদের খেলায় কোনও গতি ছিল না। কোনও একাগ্রতা, রক্ষণাত্মক মনোভাব ছিল না। আরও মন দিয়ে খেলতে হবে।"

দু'বছরের নির্বাসন যথেষ্ট নয়, আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানো ডাকেটের আরও কঠিন শাস্তি চান গাওস্কর

বেন ডাকেট শেষ মুহূর্তে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোয় ক্ষুব্ধ সুনীল গাওস্কর। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দু'বছরের নির্বাসন এমন ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তিনি। ইংরেজ ক্রিকেটারের আরও কড়া শাস্তি চান ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। নিলামে ২ কোটি টাকা দিয়ে ডাকেটকে কিনেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। কিছু দিন আগে তিনি আইপিএল না খেলার কথা জানান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে ডাকেটের মতো ক্রিকেটার এ ভাবে হাতছাড়া হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে দিল্লি। বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, দল পাওয়ার পর কোনও বিদেশি ক্রিকেটার আইপিএল খেলতে না চাইলে তাঁকে পরের দু'বছর খেলতে দেওয়া হয় না। তবে চোট থাকলে বা কোনও দেশের বোর্ড সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে অনাপত্তিপত্র না দিলে অবশ্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ডাকেটের ক্ষেত্রে এমন কোনও সমস্যা নেই। তিনি নিজের সিদ্ধান্তে এ বার আইপিএল না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ডাকেট এ ভাবে দলকে সমস্যায় ফেলায় ক্ষুব্ধ গাওস্কর। তিনি বলেছেন, "পরিস্থিতি কঠিন। অ্যাশেজ সিরিজে বেন ডাকেট খুব ভাল খেলেছিল। দ্য হান্ড্রেডের নিলামে ডাকেট যে দাম পেয়েছে, আইপিএলেও তত হয়তো সমস্যা হত না। দ্য হান্ড্রেডে বেশি দাম পাওয়ার পরই আইপিএল না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও কারণ হিসাবে টেস্ট ক্রিকেটকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে।" তিনি আরও বলেছেন, "এই সব ক্ষেত্রে কী করা উচিত, সেটা বিসিসিআইকে ভাবতে হবে।

সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেটে কসমোপলিটন চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় কসমোপলিটন ক্লাবের। হারিয়েছে ১৩৬ রানের বড় ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে। দারুন এই জয়ের সুবাদে কসমোপলিটন ক্লাব সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ৩৬৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে লক্ষ্য কুমারের অপরাজিত ২০৯ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য কুমার ১৪০ বল খেলে ৩২ টি বাউন্ডারি এবং তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২০৯ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। মৌচাকের বোলার সিকান্দর কুমার তিনটি উইকেট পান ৬১ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার দুই বল বাকি থাকতে ২৩০ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে প্রিয়াংশ মিত্র সর্বাধিক ৫৬ রান পায়। কসমোপলিটন ক্লাবের অমরেশ দাস ৪৮ রানে চারটি এবং বাবুল দে ৪৩ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেন। লক্ষ্য কুমার পেয়েছেন প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ পোলস্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে পোলস্টার ক্লাব। টিসিএ আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্রিকেটের অন্তিম ম্যাচে পোলস্টার পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে পরাজিত করেছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস সীমিত পঞ্চাশ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ২০৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দেবপ্রসাদ সিংহ সর্বাধিক ৬৪ রান পায়। পোলস্টারের অঙ্কিত দাস ৩২ রানে তিনটি এবং পৌরুষ মিশ্র ২৫ রানে দুটি উইকেট তুলে নেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ৩৬ ওভার ৫ বল খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সত্বিক রাও ৯৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ঠিক এক রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া নির্ময় দেবের ৪৮ রান উল্লেখ করার মতো। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের দেবপ্রসাদ সিংহ ৪৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন।

পর্বতারোহী প্রানন্ত দেবের মাউন্ট এভারেস্ট অভিযান

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলার তরুণ পর্বতারোহী প্রানন্ত দেব রবিবার মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানের উদ্দেশ্যে গুয়াহাটি হয়ে নেপালের কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই অভিযানটি তাঁর "ফাইনাল অল্টিটিউড প্রজেক্ট" এর অংশ, যেখানে তিনি এক বছরের মধ্যে ৮,০০০ মিটারের ওপরে ১৪টি শৃঙ্গ আরোহনের লক্ষ্য নিয়ে নতুন ইতিহাস গড়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।এই অভিযানের মাধ্যমে প্রানন্ত দেব শুধু ব্যক্তিগত স্বপ্ন পূরণ করতে চান না, বরং সমাজে মাদকবিরোধী সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন। তাঁর এই উদ্যোগটি যুব সমাজকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশাবাদী।

মনোজিৎ, সৌরভের দারুন পারফরম্যান্সে বিসিসি-কে হারিয়ে সাফল্য ইউ. বিএসটি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করা এবং ফের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখা - দুটি কাজ করে নিয়েছে ইউনাইটেড বিএসটি।

এক উইকেটের ব্যবধানে বিসিসি-র বিরুদ্ধে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে ইউনাইটেড বিএসটি সাফল্যের তালিকায় উঠে এসেছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে বিসিসি ৪৩ ওভার ২ বল খেলে ১৭২ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ইউনাইটেড বিএসটি ৪২ ওভার ১ বল খেলে নয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

ব্যাটিংয়ে ইউনাইটেড বিএসটি-র পক্ষে মনোজিৎ দাস সর্বাধিক ৪২ রান পায়।

এছাড়া সৌরভ দাসের ৩৭ রান এবং দীপঙ্কর ভাটনগর এর ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। বিসিসি-র পক্ষে সিদ্ধার্থ দেবনাথ সর্বাধিক ২৯ রান পেয়েছিল।

বোলিংয়ে ইউনাইটেড বিএসটি-র সৌরভ দাস ২৯ রানে এবং বিসিসি-র অনুভব ৩৮ রানে চারটি করে উইকেট তুলে নেয়। ইউনাইটেড বিএসটি"র বিকাশ মজুমদার পেয়েছে তিনটি উইকেট ২৩ রানের বিনিময়ে। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে ইউনাইটেড বিএসটি-র সৌরভ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিতর্ক দিয়ে শুরু আইপিএল, বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ ম্যাচে প্রশ্ন ক্লাসেনের আউট নিয়ে, আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ

বিতর্ক দিয়ে শুরু আইপিএল। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ফিল সল্টের ধরা একটি ক্যাচ। বাউন্ডারি লাইনে সল্ট ক্যাচটি ঠিক মতো ধরেছেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

ঘটনাটি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ইনিংসের ১৪তম ওভারের। রোমারিও শেফার্ডের বল পুল করেন হেনরিখ ক্লাসেন। মিড উইকেট বাউন্ডারিতে ফিল্ডার ছিলেন সল্ট। বল তালুবন্দি করার পর সল্টের পা বাউন্ডারি লাইনের দড়ি স্পর্শ করেছিল বলে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। সল্টের পা যে সময় দড়ি স্পর্শ করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে, সে সময় বল ছিল তাঁর হাতেই। অনুমান সত্যি হলে, নিয়ম অনুযায়ী ছয় রান পেতেন ক্লাসেন। কিন্তু হায়দরাবাদের ব্যাটারকে আউট দেন তৃতীয় আম্পায়ার।

সল্টের ধরা ক্যাচটির ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। কয়েকটি কোণ থেকে মনে হয়েছে হাতে বল ধরা অবস্থায় সল্টের পা দড়ি স্পর্শ করেছে। দড়িতে থাকা বিজ্ঞাপনের কুশন নড়েছে বলে মনে হয়েছে। তৃতীয় আম্পায়ার রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্ত নিলেও তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। বেঙ্গালুরু সমর্থকদের একাংশও ক্লাসেনের আউটের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন তুলেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনও। তিনি বলেছেন, "সল্টের বা বাউন্ডারি লাইনের কুশন স্পর্শ করেছে বলেই মনে হয়েছে আমার। জানি না পরিষ্কার দেখতে পাওয়ার পরও কী করে আউটের সিদ্ধান্ত দেওয়া হল। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এ ধরনের ক্ষেত্রে। শনিবারের ম্যাচে ২২ বলে ৩১ রান করেন ক্লাসেন। আউট হওয়ার আগে মারেন ২টি চার এবং ১টি ছয়। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ঈশান কিশনের সঙ্গে যোগ করেন ৯৭ রান। তৃতীয় আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে শেষ হয় তাঁদের আগ্রাসী জুটি।

আবারও চাপে পিএসএল, ক্রিকেটারদের পর আইপিএলের দিকে ঝুঁকছেন ধারাভাষ্যকাররাও

লাহোরে নিরুত্তাপ পরিবেশে শুরু হয়েছে পাকিস্তান সুপার লিগ। এই লিগ যেন ক্রিকেট দুনিয়ার কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। একদিকে ফাঁকা গ্যালারি, অন্যদিকে নাটকের পর নাটক! পিএসএল নিয়ে নানান ঘটনা এখন শিরোনামে। এমনিতেই পিএসএল ছেড়ে একের পর এক ক্রিকেটার আইপিএলে চলে আসছেন। এবার ধারাভাষ্যকাররাও সেই তালিকায় যোগ দিলেন।

ইতিমধ্যেই একাধিক ক্রিকেটার আইপিএলের দিকে ঝুঁকেছেন। জিম্বাবোয়ের পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দিয়েছেন। এর আগে তিনি ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শনাকা লাহোর কালান্দার্স থেকে রাজস্থান রয়্যালসে কিংবা স্পেনসার জনসন কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স থেকে চেন্নাই সুপার কিংসে এসেছেন।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সুপার লিগ ছেড়ে আইপিএলে ধারাভাষ্য দিতে এলেন নিক নাইট। আইপিএলের ১৯তম মরশুমের উদ্বোধনের দিন, অর্থাৎ শনিবারই ধারাভাষ্যকারদের তালিকায় যুক্ত হয়েছে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ওপেনারের নাম। পিএসএল ছেড়ে আইপিএলে যোগ দেওয়ায় পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি জানিয়েছিলেন, ক্রিকেটারদের কড়া শাস্তি হবে। এবার ধারাভাষ্যকার নিক নাইটের পিএসএল ছাড়লেন। এই ব্যাপারে নকভি কিছু বলেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

সোশাল মিডিয়ায় পিএসএল নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এক নেটিজেনের কটাক্ষ, 'স্টেডিয়ামে দর্শক নেই, খেলোয়াড়রাও নেই, এবার ধারাভাষ্যকাররাও একই পথ ধরেছেন। হাস্যকর লিগ চলছে!' আরেকজন লিখেছেন, 'যেখানে আলো নেই, উৎসব নেই, সেখানে বড় তারকারা থাকবে কেন? আইপিএলই স্বাভাবিক পছন্দ।' এই পরিস্থিতিতে নিক নাইটের মতো ধারাভাষ্যকার পিএসএল থেকে মুখ ফেরালেন।

আমেরিকার লিগে খেলবেন অশ্বিন

আইপিএল-সহ ভারতের সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। তাই বিদেশের লিগে খেলতে বাধা নেই। এ বার আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটের দল সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নের হয়ে সই করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে এ কথা জানানো হয়েছে। নতুন দলে সতীর্থ হিসাবে পাকিস্তানের হ্যারিস রউফকে পাবেন অশ্বিন।

গত বছর বিগ ব্যাশ লিগে সই করেছিলেন অশ্বিন। কিন্তু হাঁটুর চোটে শেষ মুহূর্তে নাম তুলে নেন। পরে অস্ত্রোপচারও হয়। যদিও কী চোট এবং কী ভাবে তা পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছু খোলসা করেননি অশ্বিন।

ইউনিকর্নের সই করে অশ্বিন বলেছেন, "গত কয়েক বছর ধরেই এমএলসি প্রমাণ করে দিয়েছে যে এটা কত বড় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। গোটা বিশ্ব থেকে ক্রিকেটাররা খেলতে যায় ওখানে। আমেরিকার ঘরোয়া ক্রিকেটারদের জন্যও একটা মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে ওরা। এই সুযোগ হাতছাড়া করা সম্ভব ছিল না।"

ইউনিকর্নের হয়ে নামলে অশ্বিনই ভারতের হয়ে খেলা প্রথম ক্রিকেটার হবেন যিনি আমেরিকার লিগে খেলবেন। সে সম্পর্কে অশ্বিন বলেছেন, "এটা আমার কাছে একটা বিরাট দায়িত্বের সামন। আমি চাই যত বেশি সম্ভব ম্যাচ দলকে জেতাতে এবং প্রথম বার ট্রফি এনে দিতে। পাশাপাশি ভাল মানের ক্রিকেট খেলাও আমাদের লক্ষ্য।"

পদ্মাপারে আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধই, মন্ত্রীর সবুজ সংকেতের পরও পালটি খেল বাংলাদেশ!

২৪ ঘণ্টাও কাটল না। তার আগেই পালটি খেল বাংলাদেশ! ওপার বঙ্গে আইপিএল দেখানো যাবে, নিজেই বলেছিলেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী। তারপরই মত বদলাল। পড়শি দেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগের সরকারের বিধিনিষেধই বহাল থাকছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে আইপিএল দেখা যাবে না।

মুস্তাফিজুর রহমানকে সরিয়ে দেওয়ার পর মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণা করেছিল, আইপিএলের সম্প্রচার, আইপিএল সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন এবং আইপিএল সংক্রান্ত সমস্ত প্রচার নিষিদ্ধ। তবে সম্প্রতি তারেক রহমান সরকারের তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন জানিয়ে দেন, আইপিএল দেখানো নিয়ে তারা কোনও 'বাধা' দেবেন না।

কিন্তু এবার বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রক থেকেই জানিয়ে দেওয়া হল, মন্ত্রীর মন্তব্যের 'ভুল ব্যাখ্যা' করা হয়েছে। বিবৃতি দিয়ে তারা জানায়, আইপিএল সম্প্রচার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ নিয়ে আগের সরকারের সিদ্ধান্ত এখনও বহাল রয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এই বিষয়ে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে মতামত ও পরামর্শ চেয়ে চিঠি দিয়েছে। সেখান থেকে উত্তর এলে তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "খেলাধুলা নিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাই না। কোনো চ্যানেল যদি আইপিএল দেখানোর জন্য আমাদের কাছে আবেদন করে আমরা ইতিবাচকভাবেই বিবেচনা করব। আমরা কাউকে বাধা দেব না। যদি দেখা যায়, যাবে। জোর করে কিছু করা হবে না।" ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পালাবদলের পর থেকেই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দিয়েছে তারেক সরকার। দায়িত্ব পাওয়ার পরই সেদেশের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হক বলেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা তোলার বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন।

'এই বয়সেও সব সময় দ্বিতীয় রানের জন্য তৈরি থাকে', কোহলির ফিটনেসে মুগ্ধ অশ্বিন

আইপিএলে চ্যাম্পিয়নের মতো শুরু করেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ছিল একটা দুর্নীতির সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ মার্চ: কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ছিল একটা দুর্নীতির সরকার। সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এখন দেশ বিকাশের দিশায় এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রীর উপর মানুষের আশা ভরসা ও আস্থা রয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শিলচরে বিজেপি প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত হবে।

আসামের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ শিলচরের সৎসঙ্গ আশ্রম রোডের কীর্তনিয়া মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনী সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই বিজয় সংকল্প সমাবেশে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী ডাঃ রাজদ্বীপ রায়ের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমি গ্যারান্টির সঙ্গে বলতে পারি যে আসন্ন নির্বাচনে বিপুল সংখ্যায় ভোট নিয়ে জয়যুক্ত হবেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রাজদ্বীপ রায়। আমাদের ত্রিপুরা সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত রয়েছেন। কমিউনিস্টদের দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। দীর্ঘ সময় ধরে তারা ত্রিপুরায় দুঃশাসন কুশাসন চালিয়েছে। আর সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘন্টা বেজে যায় যখন ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। আর আজ সেই ঘণ্টার প্রতিধ্বনি বেজে গেছে এখানেও। সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন এবং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবুও আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি আজ এখানে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে শিলচরে আসা মানেই আগরতলায় আসা। এখানকার বহু মানুষের ত্রিপুরার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। এখানকার অনেক মানুষ ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে খুব সম্ভব ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মানিক্য রাজ বংশের অংশ ছিল এটা। শিলচরের সাথে সুদীর্ঘকাল ধরেই ত্রিপুরার একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে।

বক্তব্যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা আরো বলেন, নির্বাচনী প্রচারে এখানে আসবেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। আমি নিশ্চিত বিপুল পরিমাণ ভোটে ডাঃ রাজদ্বীপ রায়কে জয়ী করে বিধানসভায় পাঠাবেন আপনারা। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের আগে এই দেশের ভবিষ্যত নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমাদের সৈনিকদের গলা কেটে দেশের মাটিতে ফেলে দেওয়া হতো। সংসদ ভবনে আঘাত হানা হয়েছিল। মুম্বাইয়ে নিরীহ মানুষদের উপর হত্যালীলা চালানো হয়েছিল। আমরা আগে কংগ্রেসের সরকার ইউপিএ সরকারের সময়ে দুর্নীতির সরকার দেখতাম। আসামেও আমরা দেখেছি দুর্নীতির সরকার। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসার পর আমরা দেখেছি যে দুর্নীতি ছাড়াও কিভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকার চালানো যায়। তিনবারের মতো দায়িত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের সেটা শিখিয়েছেন। আমরাও সেই দিশায় স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকার চালাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অবস্থা কি ছিল সেটা আপনারা সবাই জানেন। তখন গৌহাটিতে আসলে কখন যে বোমা ফাটবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আর এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়ন না হলে দেশেরও উন্নয়ন হবে না। আজ প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি করেছেন। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের দুঃশাসন থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন তিনি। আমাদের তিনি হিরা মডেল উপহার দিয়েছেন। আগে ত্রিপুরায় একটা মাত্র ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল। সেই জায়গায় এখন ৬টি ন্যাশলাল হাইওয়ে হয়েছে। ত্রিপুরায় দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ দিয়েছেন। আগরতলায় একটা খুব সুন্দর এয়ারপোর্ট হয়েছে। কৈলাশহরে এয়ারপোর্ট করার জন্যও আমি বারবার দিল্লির সঙ্গে কথা বলছি। প্রধানমন্ত্রী থাকলে সবকিছুই সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়া এই দেশকে কেউ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। মানুষের কাছে তিনি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক হয়েছেন।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রাজদ্বীপ রায়, বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, বিধায়ক নিহার কান্তি দাস, প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিমলেন্দু রায় সহ ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্ব।

ধর্মনগর রেল স্টেশনে দুর্ঘটনা, গুরুতর জখম অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি

ধর্মনগর, ২৯ মার্চ : শনিবার ধর্মনগর রেল স্টেশনে এক দুঃখজনক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। এতে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মের একটি বেঞ্চে বসে ছিলেন। হঠাৎই তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে পড়ে যান। এতে তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় প্ল্যাটফর্মের নিচে পড়ে থাকেন। ঘটনার পরই উপস্থিত লোকজন দ্রুত ধর্মনগর দমকল দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে তড়িঘড়ি করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা হাসপাতালেই চলছে। তবে দমকল দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের মতে, রেল স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে: সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ: রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। এ সমস্ত পেট্রো পণ্যের মজুতও স্বাভাবিক রয়েছে। আজ খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন একথা জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ ৯০ শতাংশ রয়েছে। এলপিজি বুকিং প্রক্রিয়া শহরাঞ্চলে ১৫ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৫ দিনের পর দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে বোধজংনগর এলপিজি প্ল্যান্ট থেকে পাঁচটি জেলা এবং শিলচর থেকে বাকি ৩টি জেলায় এলপিজি সরবরাহ চলছে। রাজ্যে বর্তমানে পিএনজি সংযোগ প্রায় ৯০ হাজার। এই সংযোগকে বৃদ্ধি করার উপর কাজ করছে রাজ্য সরকার।

এলপিজি, পেট্রোল, ডিজেলের কালোবাজারী এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে নজরদারী বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব। জ্বালানি, পেট্রোল, ডিজেল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রতিনিয়ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর ১৩২তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মার্চ: রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে লোক ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচারিত ''মন কি বাত''-এর ১৩২তম পর্বটি শুনেন। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ''মন কি বাত''-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে জনগণকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন করে চলেছেন এবং সারা দেশ জুড়ে চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলিকে তুলে ধরছেন। প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির মাধ্যমে গত ১৩২ মাস ধরে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে আসছেন। রাজ্যপাল আরও জানান যে,

টিটিএএডিসি নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ, প্রচারে গিয়ে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ বিজেপি প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার

আগরতলা, ২৯ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের পাহাড়ি জনপদে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন।

এরই মধ্যে ১১ মহারানী---তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া প্রচারে গিয়ে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘ ৩৫ বছর সিপিএম এবং পরবর্তী ৫ বছরে তিপ্রা মথার শাসনকালে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

বিল্লু জমাতিয়ার দাবি, পূর্ববর্তী সরকারগুলি উন্নয়নের পরিবর্তে শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করেছে, যার ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

প্রচারের সময় তিনি স্থানীয় মানুষের কাছে উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বিজেপিকে সমর্থনের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, নির্বাচিত হলে এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির যথাযথ বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এদিকে, নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ি অঞ্চলে রাজনৈতিক তৎপরতা যেমন বাড়ছে, তেমনই সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, এই নির্বাচনে পাহাড়ি জনপদের মানুষ কাকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেন।

মসজিদ কমিটির বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণের অভিযোগ, বিচার চাইলেন স্বামীহারা অসহায় মহিলা

চড়িলাম, ২৯ মার্চ : সিপাহীজলা জেলার চরিলাম বিধানসভা এলাকার উত্তর চড়িলাম ফকিরামুড়া গ্রামে মসজিদ কমিটির বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণ ও মানসিক নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অসহায় স্বামীহারা মহিলা জাহেরা খাতুন প্রকাশ্যে এসে মসজিদ কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে মুসলিম সমাজ, আইন ও আল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করেছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, জাহেরা খাতুন তার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীতে ঘরযাত্রা উপলক্ষে ফকিরামুড়া জামে মসজিদ কমিটির অনুমতি ও আশ্বাসের ভিত্তিতে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত দিনে হঠাৎ করেই মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না। এর ফলে সামাজিকভাবে অনুষ্ঠান ভেঙে পড়ে এবং রান্না করা সমস্ত খাবার নষ্ট হয়ে যায়।

মহিলার দাবি, মেয়ের বিয়ের সময় মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল, যা তিনি দিতে না পারায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

পাশাপাশি মসজিদ কমিটির এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তার ভাতার টাকা আটকে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগও তোলেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দা জামশেদ মিয়া ও কামাল হোসেন সংবাদমাধ্যমকে জানান, ঘটনাটি সত্য এবং একই ধরনের ঘটনা দুইবার ঘটেছে। এতে আর্থিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন ওই অসহায় মহিলা, যিনি ভিক্ষাবৃত্তি করে মেয়ের বিয়ের খরচ জোগাড় করেছিলেন।

এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন জাহেরা খাতুন। তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডুকলিতে ডিওয়াইএফআই-এর ৪র্থ বিভাগীয় সম্মেলন, কর্মসংস্থান ও শিক্ষার দাবিতে জোরালো আহ্বান

আগরতলা, ২৯ মার্চ: অনিশ্চিত কাজ, নেশায় ডুবছে যুব সমাজ দৃঢ় সংগঠন গড়ে ইউনিটে ইউনিটে তুলতে হবে আওয়াজ, চাই সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য কাজ"এই স্লোগানকে সামনে রেখে রবিবার সকালে ডুকলি বিভাগীয় কমিটির ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সভাপতি অরিন্দম বিশ্বাস। এরপর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক রাজকুমার চৌধুরী, বিধায়ক রামু দাস, ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব, ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শুভংকর মজুমদার এবং সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান সৃজন দেবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বর্তমান সময়ে যুব সমাজের কর্মসংস্থান সংকট ও নেশার বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে সাধারণ মানুষের দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

কল্যাণপুর সাপ্তাহিক হাটে চড়ক সন্ন্যাসীদের পদচারণা, উৎসবের আমেজে মুখর গ্রামাঞ্চল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৯ মার্চ: চৈত্র মাসের অন্তিম লগ্নে বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্য চড়ক পূজাকে ঘিরে গ্রামীণ জনপদে এখন উৎসবের আবহ। তারই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ল রবিবার কল্যাণপুর সাপ্তাহিক হাটে। সন্ন্যাসীদের বাজার সফর, ঢাকের তালে তালে তাঁদের পদচারণা এবং ভক্তদের উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে গোটা হাট চত্বর।

রবিবারের এই হাটে ছিল এক ভিন্নতর পরিবেশ। নিত্যদিনের কেনাবেচার ভিড়ের মাঝেই নজর কেড়েছে চড়ক সন্ন্যাসীদের একটি দল। তাঁদের বিশেষ সাজসজ্জা, গায়ে ভক্তির চিহ্ন, হাতে কাঁটা ও ত্রিশূল সদৃশ উপকরণসব মিলিয়ে এক ধর্মীয় আবহ তৈরি হয়। ঢাকের তালে তাঁদের অগ্রযাত্রা এবং সঙ্গীদের উচ্ছ্বাস মুহূর্তেই হাটে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চৈত্র সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে এই বাজার পরিক্রমা বহু বছরের ঐতিহ্য। পূজার আগে সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন গ্রাম ও হাট ঘুরে আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং চড়ক পূজার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও অনুদান সংগ্রহ করেন। এটি শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

হাটে উপস্থিত সাধারণ মানুষও সন্ন্যাসীদের ঘিরে ভিড় জমায়। অনেকেই তাঁদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন। কেউ কেউ পূজার উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এক প্রবীণ বাসিন্দা জানান, "ছোটবেলা থেকে এই দৃশ্য দেখে আসছি। চড়ক পূজার আসল আনন্দ যেন এই সন্ন্যাসীদের সফরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে।"

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ৩০শে চৈত্র গ্রামীণ এলাকায় চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নানা আচার-অনুষ্ঠান ও কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে এই পূজা সম্পন্ন হয়, যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কল্যাণপুর সাপ্তাহিক হাটের এই দৃশ্য আবারও প্রমাণ করল, আধুনিকতার ছোঁয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আজও সমানভাবে জীবন্ত।

চেকড্যামে আটকে পড়া গাউরকে উদ্ধার, তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে তৎপর বনদপ্তর

বিলোনিয়া, ২৯ শে মার্চ : আজ সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষক বিমল দাসের কাছে খবর আসে যে, রাঙ্গামুড়া স্টিল টাওয়ারের নিকটবর্তী একটি চেকড্যামের মধ্যে একটি গাউর (বাইসন) আটকে রয়েছে।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণী সংরক্ষক বিমল দাস, সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক (রাজনগর) সুকান্ত সরকার, সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক (রাঙ্গামুড়া) দুলাল দাস সহ বনদপ্তরের অন্যান্য কর্মী এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

এরপর সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আটকে পড়া গাউরটিকে সফলভাবে উদ্ধার করা হয়। সৌভাগ্যবশত, প্রাণীটির শরীরে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

উদ্ধারের পর প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী গাউরটি নিরাপদে পুনরায় বাইসন ন্যাশনাল পার্ক এলাকায় ফিরে যায়।

ছয় বছরের কন্যাকে ফেলে পরপুরুষের সঙ্গে পলাতক মা, ধর্মনগরে চাঞ্চল্য

ধর্মনগর, ২৯ মার্চ: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার বড়ুয়াকান্দি এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। ছয় বছরের কন্যা সন্তানকে বাড়িতে একা ফেলে এক গৃহবধূ পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বড়ুয়াকান্দির বাসিন্দা অপূর্ব পাল (৩০) প্রায় সাত বছর আগে রত্না নাথ ওরফে মিলির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তাঁদের একটি ছয় বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে। পরিবারটি আলগাপুর মাইক্রো সেন্টারের সামনে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করত। অপূর্ব পাল পেশায় একজন কারিগর এবং স্থানীয় একটি দোকানে কর্মরত।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত ২৪ মার্চ দুপুর প্রায় ২টার পর থেকে রত্না নাথকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে একা ছোট্ট মেয়েকে রেখে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান বলে পরিবারের দাবি। এরপর আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে ব্যাপক খোঁজাখুঁজি চালানো হলেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি।

স্বামী অপূর্ব পালের অভিযোগ, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সংক্রান্তির সময় থেকেই স্ত্রীর আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরে সরস্বতী পূজার কিছুদিন পর তিনি জানতে পারেন, তার স্ত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'মেসেঞ্জার'-এর মাধ্যমে এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর পরিবারের সামনে রত্না নাথ নিজের ভুল স্বীকার করে ভবিষ্যতে এমন কাজ না করার আশ্বাস দেন। এরপর কিছুদিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও হঠাৎ করেই ২৪ মার্চ তিনি এক পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যান বলে অভিযোগ।

ঘটনায় হতভম্ব পরিবার। ইতিমধ্যে অপূর্ব পাল ধর্মনগর মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বর্তমানে স্ত্রীর খোঁজে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন স্বামী অপূর্ব পাল।

চারদিন ধরে নিখোঁজ ২৮ বছরের রেলযাত্রী সুজন দেব, ছেলেকে ফিরে পেতে প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবার

আগরতলা, ২৯ মার্চ: চারদিন ধরে নিখোঁজ মোহনপুরের বাসিন্দা ২৮ বছর বয়সী সুজন দেবকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারের মধ্যে। তাকে খুঁজে পেতে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জানা গেছে, সিধাই থানাধীন জগৎপুর এলাকার বাসিন্দা সজল দেবের ছেলে সুজন দেব গত ২৬ তারিখ আসামের ডিব্রুগড়ে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে রওনা দেন। পরিবারের সঙ্গে তার শেষবার ফোনে কথা হয় সেদিন বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ। এরপর থেকেই তার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি সহ সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান মেলেনি। ফলে উদ্বেগে দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের।

এ বিষয়ে সজল দেব ও তার পরিবারের সদস্যরা সিধাই থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেছেন এবং প্রশাসনের কাছে দ্রুত ছেলেকে খুঁজে বের করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুজন দেবের বাবা-মা জানান, আমাদের ছেলের সঙ্গে শেষবার ২৬ তারিখ বিকেলে কথা হয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, যেন দ্রুত আমাদের ছেলেকে খুঁজে বের করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

পশ্চিম পিলাক সাহা পাথর এলাকায় নিম্নমানের রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

আগরতলা, ২৯ মার্চ: দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম পিলাক সাহা পাথর এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি রাস্তা ঘিরে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা গেছে, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের অংশ হিসেবে প্রায় দুই কোটি টাকার বরাদ্দে রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের কাজের দায়িত্ব পান ঠিকাদার সঞ্জয় বিশ্বাস। নতুন রাস্তা নির্মাণের খবরে এলাকার বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জমির কিছু অংশ ছেড়ে দেন, উন্নয়নের স্বার্থে সহযোগিতার হাত বাড়ান।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কাজের গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ। বিশেষ করে যেখানে সাইড ওয়াল দেওয়ার কথা, সেখানে তা যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয়নি। কিছু জায়গায় সাইড ওয়াল তৈরি হলেও তা খুবই দুর্বল ও নিম্নমানের বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীর দাবি, বিষয়টি ঠিকাদারকে একাধিকবার জানানো হলেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। তাদের আরও অভিযোগ, কিছু ঠিকাদার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিম্নমানের কাজ করে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াকে বদনাম করার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে, এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে থাকা বাইখোড়া পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সুকান্ত দেবনাথের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, তিনি ঠিকাদারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন।

শুধু এই প্রকল্পই নয়, লক্ষীছড়া এলাকায় তার দায়িত্বে থাকা আরেকটি রাস্তার কাজেও নিম্নমানের ইট ব্যবহার করে মেটেলিং করার অভিযোগ উঠেছে। ফলে বাইখোড়া পূর্ত দপ্তরের কাজের স্বচ্ছতা ও মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পূর্ত দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সরেজমিনে পরিদর্শনের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন এই অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কৈলাসহরের গোলকপুর স্কুল মাঠে বিজেপি দলের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ মার্চ: আসন্ন এডিসি ভোটকে কেন্দ্র করে রবিবার বিকেলে কৈলাসহরের গোলকপুর স্কুল মাঠে বিজেপি দলের এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত পাঁচ কচুছড়া ডেমছড়া এডিসি আসনের বিজেপি দলের প্রার্থী বিপিন দেববর্মার সমর্থনে এই নির্বাচনী জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনসভায় প্রার্থী বিপিন দেববর্মা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার সর্ব ভারতীয় সভাপতি সমীর উরাং, বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি বিমল কর, বিজেপি চন্ডীপুর মন্ডলের সভাপতি পিন্টু ঘোষ, বিজেপি নেতা পরিতোষ দেববর্মা, কার্তিক দেববর্মা, জোসেফ দারলং, বিজেপি নেত্রী সম্পা দাস পাল সহ আরও অনেকে। জনসভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজেপি নেতা পরিতোষ দেববর্মা।

চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা গোলকপুর, মাইলং, জামতৈল বাড়ি এবং সিঙ্গিরবিল এই চারটি এডিসি ভিলেজ পাঁচ কচুছড়া ডেমছড়া এডিসি আসনের মধ্যে রয়েছে। এই চারটি এডিসি ভিলেজের ভোটাররা রোববারের নির্বাচনী জনসভায় সামিল হয়েছিলেন। অন্যদিকে, এই চারটি এডিসি ভিলেজের ত্রিপ্রা মোথা দলের ত্রিশ জন সমর্থক ত্রিপ্রা মোথা দল পরিত্যাগ করে এই জনসভায় বিজেপি দলে যোগদান করেছে। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তোলে দেন বিজেপি প্রার্থী বিপিন দেববর্মা ও জনজাতি মোর্চার সর্ব ভারতীয় সভাপতি সমীর উরাং। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপ্রা মোথা দলের তীব্র সমালোচনা করেন বিপিন দেববর্মা। উনি এও বলেন যে, গোলকপুর এলাকায় রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন করেনি বিগত দিনের ত্রিপ্রা মোথা দল পরিচালিত এডিসি প্রশাসন। গোলকপুর এলাকায় দীর্ঘদিনের একটি কাঠের ভাঙ্গা ব্রীজের উপর দিয়ে সাধারণ মানুষেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করলেও আজ অব্দি ত্রিপ্রা মোথা দল পরিচালিত এডিসি প্রশাসন সেই কাঠের ভাঙ্গা ব্রীজটিকে পাকা ব্রীজ করে দেয়নি। বিপিন দেববর্মা জানান যে, উনি ভোটে জেতার দুই বছরের মধ্যে সেই কাঠের ভাঙ্গা ব্রীজকে পাকা ব্রীজ করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

কুমারঘাটে চুরির বাড়বাড়ন্ত, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নে বাসিন্দারা

কুমারঘাট, ২৯ মার্চ : কুমারঘাট মহকুমায় দিন দিন চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে, যার ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ বাড়ছে। সম্প্রতি কুমারঘাট আর ডি অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা শুভাশিস দাসের বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। চোরেরা বাড়িতে প্রবেশ করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।এলাকাবাসীর অভিযোগ, এটি নতুন কোনও ঘটনা নয়। গত কয়েক মাসে একের পর এক চুরির ঘটনায় কুমারঘাট মহকুমার মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।স্থানীয়দের দাবি, রাতের বেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। তাদের অভিযোগ, ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এদিকে, অনেকের আশঙ্কা এইসব চুরির ঘটনায় বহিরাগতদের যোগ থাকতে পারে। বিশেষ করে রেলপথে বহিররাজ্যের কিছু লোকজন এসে এলাকায় ঘোরাফেরা করছে বলে দাবি উঠেছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি বাড়ালে চোরদের শনাক্ত ও আটক করা সম্ভব হবে বলেও মত প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas